রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮॥, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ৩০শে বৈশাখ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১১ই মে ১৮৭৬ সাল। } ১৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——:০:——

প্রমোদ কুমার নাটিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,৫০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৭৯ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৵ আনা

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতেতে প্রাপ্তব্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্‌ফর। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং /১০

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিদ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং ৵

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৵

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিদুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৸০ প্যাকিং ৵

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০ প্যাকিং৵

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৵ প্যাকিং /

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৸ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীডার যে ঘা বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

[illegible]ন বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস [illegible]ত॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

By

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to emove the difficulties which stand the uninitiated eaders of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally·

Law Observer.

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

জেলা রাজসাহী নাটোরের সন্নিধ্য আতাইকুলা নিবাসী আমার আত্মীয় শ্রীশ্রীনাথ মৈত্রেয় ১৭ বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছেন। আগামী জৈষ্ঠ মাসে তাঁহার উদ্ধ দৈহিক নির্ব্বাহের উদ্যোগ হইতেছে। তজ্জন্য এই বিজ্ঞাপন দিতেছি যে, যদি কেহ নিম্নের অবয়ব বিশিষ্ট উক্ত মৈত্রয় মহাশয়ের জীবিত সংবাদও ঠিকানা ১০ জৈ্যষ্ঠের পূর্ব্বে আমাকে দিতে পারেন ও সেই ঠিকানা মত বিশ্বস্ত লোক গিয়া উক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন তবে আমি সংবাদদাতাকে ১৫০ টাকা পারিতোষিক দিব। উক্ত ব্যক্তির প্রসিদ্ধ কোন তির্থ স্থানে, দেবালয় কি আখড়াদিতে থাকাই সম্ভব। যদি মৈত্রেয় মহাশয় স্বহস্ত লিখিত পত্র দ্বারা তাঁহার জীবিত সংবাদ আমাকে দেন তবে ঐ উর্দ্ধ দৈহিকাদি নির্ব্বাহিত হইবে না।

বয়স ৫২।৫৩ বৎসর, অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, উত্তম শ্যামবর্ণ, কপালের উপর দক্ষিণ দিকে চুল মোড়ান ভ্রূর নিকট একটী আচলী ও দীর্ঘ ক্ষত দাগ একটী, নাভির উপর পেটে গোলাকৃত দাগ ও একটি কর্ণে ছিন্ন দাগ।

৭ই বৈশাখ ১২৮৩ সাল } শ্রী বল্লবী কান্ত ভট্টাচার্য রাম নারায়ণ পুর থানা মথুরা, ভরেঙ্গা পোষ্টাফিস জেলা পাবনা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষ বৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কোটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

স্মর সুন্দরী বটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রী রোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্র চিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীটে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ
৩২ নং ডেল হাউস এস্কয়ার দক্ষিণ
বন্দুকের দোকান।
কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

পার্ব্বতী চরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত লাবণ্যবতী নামক কৌতুকাবহ উপন্যাস কলিকাতা ঝামাপুকুর বেচু চাটুর্য্যের লেন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ১ এক টাকা মূল্যে প্রাপ্য।

লালবেহারি মিত্র এবং কোং

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

১ নং অপর সারকুলার রোড, কলিকাতা।

(শেয়ালদহ রেলওয়ে এষ্টেশনের ঠিক সম্মুখে)

ওলাউঠার বাক্স ১২ শিশি পূর্ণ সমেত পুস্তক ৫

ঐ ২৪ শিশি, সমেত পুস্তক— ১০

রুবিনির ক্যাম্ফর ১

এখানে অন্যান্য সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং সকল প্রকার পীড়ার ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়

প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

পকেট অভিধান, ১৬০০০ শব্দার্থ পাওয়া যায় মূল্য ৷৷০ মাশুল /০। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস। বড় বড় অবিধান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্ণর জেনাবেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য /০।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান মায় ডাকমাশুল

১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১৷৵০

ঐ ঐ ঐ ২য় সংখ্যা ১৷৵

হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম সংখ্যা ১৵০

অর্শরোগের মহৌষধ ১৷৷০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট ২৫

ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স ১০

ঐ ১০ শিশি বাক্স

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়

৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার

টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কজ্জ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য২ যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

সেক্রেটরি লোন কোম্পানী

যশোর।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

NOTICE.

The connection of Baboo Doorga Churn Benerjee with the "Beadon Press" has ceased from the 12th of April 1876. In future all orders to be given and remittances made to the undersigned.

Dated Doyal Chand Sahovie

6th May 1876. Proprietor, Beadon Press.

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এলাঙ্গা	৩
‘ ‘ অন্নদা প্রসাদ জশী শিঙ্গড় শ্রীরামপুর	১০
‘ ‘ পূর্ণচন্দ্র রায় ময়মানসিং	১০
‘ ‘ চন্দ্রকান্ত রায় কাশীপুর কেন্দুয়া ময়মানসিং	৫
‘ ‘ কেদার নাথ দত্ত কাছাড়	১০
লাইব্রারি উত্তরপাড়া	১২
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	১০
‘ ‘ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ	১০
‘ ‘ আনন্দ নাথ রায় মুলফৎগঞ্জ	৫
‘ ‘ কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মাহো, ইন্দোর	৫৷৷০
‘ ‘ জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী বৈরা, মানিকগঞ্জ	৫
‘ ‘ গোবিন্দ লাল রায় কুড়িগ্রাম, রংপুর	১২
‘ ‘ শ্যামাচরণ ধর বহরমপুর	৫
এইচ স্কেরাইন সাহেব চুঁয়াডাঙ্গা	১০
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাবর মিত্র দুর্ব্বাডাঙ্গা যশোর	১০
‘ ‘ তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর	১০
‘ ‘ কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় নওগাং বন্দেলখণ্ড	১০
‘ ‘ বিনোদ বিহারী চৌধুরী বাকুইপুর	৪
‘ ‘ কেশব রাম ভট্ট চৌহাট্টা বাঁকিপুর	২২
‘ ‘ ব্রজ মোহন আচার্য্য বৈঁচি শান্তিপুর	১০
‘ ‘ রামরত্ন মজুমদার ভাগলপুর	১০
‘ ‘ গুরুদয়াল দাস গুপ্ত টাঙ্গাইল	১০

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ৩০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

রাজনৈতিক একতা।

যখন মহারাণীর এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে তর্ক হয় তখন লর্ড স্যাফটেসবরি ভারতবর্ষবাসীদিগের এ সম্বন্ধে কি মত তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এদেশ হইতে শিক্ষার উদ্দেশে ইংলণ্ডে যে সমুদয় যুবক গমন করিয়াছেন তাহাদিগকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট এ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করেন। যুবকেরা ইহার বিপক্ষে মত প্রদান করেন। স্যাফটেসবরি যুবকদিগের মত উল্লেখ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে বলেন যে ভারতবর্ষবাসীরা এম্প্রেস উপাধির বিপক্ষ। উপাধির সপক্ষ সভ্যরা ইহা গ্রাহ্য করেন না। তাহারা বলেন যাহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা শিক্ষা উদ্দেশে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় না। এই যুবকেরা উপাধি সম্বন্ধে যে মত প্রদান করেন এদেশের অনেকের বোধ হয় এই রূপ মত। কিন্তু ইহারা পদস্থ নন এই নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টে ইহাদের মত গ্রাহ্য হইল না। ইঁহারা যদি সদ্ভ্রান্ত বয়োপ্রাপ্ত হইতেন যদি ৫০ জন না হইয়া ৫ কোটি লোক উপাধির বিপক্ষে মত প্রদান করিতেন তাহা হইলে হয়ত মহারাণী এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিতেন না। তাহা হইলে উপাধির বিপক্ষ দলের অসংখ্যগুণ বল বৃদ্ধি হইত।

পক্ষ দলের অনেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হয়ত ডিসুরেলিকে এবার পরিত্যাগ করিতেন, ডিসরেলি স্বয়ং অপদস্থ হইবার ভয়ে এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেন এবং মহারাণী হয়ত এ উপাধি গ্রহণে মত প্রদান করিতেন না। মহারাণীর এই উপাধি গ্রহণে আমাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি কোন রূপ অমঙ্গল হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষবাসীদিগের ঔদাস্য দ্বারা ভারতবর্ষের যে সকল অমঙ্গল হইয়াছে তাহার মধ্যে এ আর একটী থাকিবে।

সে যাহা হউক এম্প্রেস উপাধি লইয়া তর্ক দ্বারা আমরা এবার একটী বিষয় বুঝিতে পারিলাম। ইংলণ্ডে দলাদলির যেরূপ ঘুঁট তাহাতে আমরা যত্ন করিলে সেখানকার দলাদলির দ্বারা আমাদের স্বার্থসাধন করিয়া লইতে পারি। মার্সম্যান বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে যখন মুসলমানেরা পরস্পর এই রূপ কাটাকাটি করিতেছিল তখন বাঙ্গালিরা মনে করিলে অনায়াসে আপনাদের অনেক স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে পারিত। এখন ফ্রান্স, জর্ম্মেনী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশ বাসীরা হয়ত বলিতেছেন যে যদি হিন্দুরা সুচতুর হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডের এই দলাদলির গোলে তাহারা রাজনৈতিক জগতে অনেক পরিমাণে পদস্থ হইতে পারিত। ইংরাজেরা যত খেলওয়ারই হউন তাহাদের মাঝে মাঝে খেলাতে ফাঁক যায় এবং এই ফাঁক বুঝিয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি তাহা হইলে আমরা ক্রমে দুই এক পা অগ্রসর হইতে পারি। এরূপ অগ্রসর হইতে হইলে ইংলণ্ডে যাহাতে আমরা পদস্থ হই এরূপ যত্ন করা উচিত। ইংলণ্ডে পদস্থ

হই সেখানকার পদস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে আমাদের আত্মীয় হন এরূপ কোন উপায় করা কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রেণী ইংরাজেরা অনেক অংশে আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন। ইহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত বন্ধু। যুবরাজের হিন্দু পরিবারে প্রবেশ সম্বন্ধে যখন গোলযোগ হয় সেই সময় লিবরপুল হইতে এক জন ইংরাজ আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখেন। সে পত্র খানি পাঠ করিলে আমরা অনায়াসে এটি বুঝিতে পারি। আমরা ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত রোদন করিলে ইহারা আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন। আমরা চীৎকার করিলে ইহারা চীৎকার করিবেন। আমরা পদ ধারণ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ইহারাও পদ ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিবেন। আবার ভারতবর্ষস্থ ইংরাজেরা আমাদিগকে যত তাচ্ছিল্য করুন ইংলণ্ডের ইংরাজেরা তত তাচ্ছিল্য করেন না। বরদা সম্বন্ধে যখন লর্ড নর্থব্রুক অবিচার করেন তখন তাঁহারা ইহার পরিচয় প্রদান করেন। হলকর ও সিন্দিয়ায় যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাহারা ইহার পরিচয় প্রদান করেন। এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি সম্বন্ধে তাহারা ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যস্থিত। ইউরোপ সভ্যতার আধার। সেখানে কোন রূপ গোলযোগ উঠিলে ইংরাজেরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইংরাজী সম্বাদ পত্রে যাহা উঠে তাহা অবিলম্বে ইউরোপ, আমেরিকা ব্যাপিয়া পড়ে। ইংরাজেরা আমাদের কথা উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু ইউরোপ কি আমেরিকার লোক বাঙ্গালিদিগের মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

চারি জন সুশিক্ষিত ও নিস্বার্থ দেশহিতৈষী যদি ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন এবং তাহাদের এক মাত্র ইচ্ছা থাকে স্বদেশের মঙ্গল সাধন তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে পদস্থ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। চারি জন সুশিক্ষিত যুবার ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা অসাধ্য ব্যাপার নহে। মাসে দুই হাজার টাকা ব্যয় করিলে চারি জন লোক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে পারেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ২৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নহে। আবার সুবিধা করিয়া দিলে ইহাদের ইংলণ্ডে অবস্থিতির নিমিত্ত আমাদের অর্থ প্রদান করিতে হয় না। যদি ভারতবর্ষের স্বার্থ সাধন উদ্দেশে কোন উপযুক্ত লোক ইংলণ্ডে এক খানি সম্বাদ পত্র প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাহার টাইমস টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের প্রকাশকগণের ন্যায় উপার্জ্জন না হউক তাহার নিজ ব্যয় চলিতে পারে। বোধ হয় ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলে এই রূপ এক খানি সম্বাদ পত্র ইংলণ্ড হইতে প্রকাশ করা যায়। এরূপ মহৎ উদ্দেশে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা বোধ হয় কঠিন ব্যাপার নহে। আমাদের এক জন বন্ধু দেশের বাণিজ্য উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে গিয়া যদি এদেশীয়েরা একটী এজেন্সী ফারম স্থাপন করেন তাহা হইলে দেশের অশেষবিধ উপকার হয়। এখন এদেশ হইতে যে সমুদয় দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি হয় তাহা ইংরাজ বণিকদিগের হস্তে পড়ে। ইহাতে এদেশীয়েরা অনেক সময় বঞ্চিত হন। ইংলণ্ডে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি এই রূপ কোন কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি হয় এবং আমরা স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিতে শিক্ষা করিতে পারি। এখন বিদেশীয় অপরিচিতদিগের হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যেরূপ চিন্তাকুল হইতে হয় তাহা আর হইতে হয় না এবং তাহা হইলে আর একটী হয়। ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য সম্বন্ধে যত আঘাত করিয়াছেন ক্রমে হয়ত তাহার প্রতিঘাত উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ একটী বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে ২০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না এবং বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ হওয়া তত কঠিন ব্যাপার নহে।

তবে ইংলণ্ডে পদ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে দেশের লোকের একতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। স্বদেশে রাজনৈতিক একতা না হইলে বিদেশে আমরা কিরূপে পদস্থ হইব? এই একতা সংস্থাপন উদ্দেশে লীগের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্ততঃ লীগে এখন যাহারা আছেন তাঁহাদের এই ইচ্ছা। এই নিমিত্ত তাঁহারা ইহার সভ্যদিগের বার্ষিক দানের পরিমাণ এরূপ অল্প করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহারা স্থানে স্থানে এজেন্ট প্রেরণ করিবার যত্ন করিতেছেন এবং এই নিমিত্ত ইহাদের সংকল্প যে কোন ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া তাহাদের আশ্রয় লইলে তাহারা সাধ্যমত তাহার উপকারের যত্ন করিবেন। জগদীশ্বর যদি ইহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করেন তাহা ইইলে ইহা দ্বারা বিশেষ মঙ্গল হইবে।

যুবরাজের প্রাপ্ত উপহার।

যুবরাজ এখানে কোথায় কি উপহার প্রাপ্ত হন এবং কোথায় কি উপহার প্রদান করেন ইহার একটী তালিকা এদেশের কোন এক সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। তালিকাটী ইংলণ্ডের ওয়ার্লড নামক সম্বাদ পত্র উদ্ধৃত করেন এবং ওয়ার্লড হইতে ইংলণ্ডের অন্যান্য সম্বাদ পত্রে উদ্ধৃত হয়। এ দেশীয়েরা অনেকেই জানেন যে যুবরাজ রাজাদিগের নিকট হইতে যে মূল্যের উপহার প্রাপ্ত হন তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অল্প মূল্যের উপহার তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ইংলণ্ডের অনেকের মতে এটী তিনি অন্যায় করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা রাজ দলস্থ তাঁহারা বলিতেছেন যে যুবরাজ অল্প মূল্যের উপহার প্রদান করেন নাই, এবং টাইমসের সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে যুবরাজের এবং স্বাধীন রাজাদিগের উপহার প্রায় এক মূল্যের হইবে। যুবরাজ যদি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের উপহার প্রত্যর্পণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে যে অন্যায় করিয়াছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন, তবে যাঁহারা বলিতেছেন যে তিনি অল্প মূল্যের উপহার প্রদান করেন নাই তাঁহাদের কথা বিপক্ষেরা বিশ্বাস করিতেছেন না। যুবরাজ কি কি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার তালিকা যদি রাজ পুরুষেরা প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এ গোলযোগটী হইত না। তাঁহারা ইহা প্রকাশ না করাতে এই গোলযোগ আরও বৃদ্ধি হইতেছে। যদি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের এই উপহারের সঙ্গে রাজনীতির কোন রূপ সংস্রব রাখা উদ্দেশ্য না থাকিত তাহা হইলে হয় ত ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত না। কিন্তু তাহারা রাজনীতির সঙ্গে ইহার সংস্রব না রাখিলে তাহাদের বোধ হয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অনেক দিনের ইচ্ছা যে মুসলমান রাজাদিগের সময় দিল্লীশ্বরের যে রূপ পদ ছিল ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রাজার সেই রূপ পদ হয়। আজ ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজেরা এই পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন এবং এই অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বোধ হয় যুবরাজ এখানে আগমন করেন। এই নিমিত্ত লর্ড নর্থব্রুক প্রাণ পণে স্বাধীন রাজাদিগকে দরবারে আনয়ন করিবার যত্ন করেন এবং এই নিমিত্ত ডিসরেলি মহারাণীকে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করেন। মহারাণী এখন এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিলেন, ইহার পরে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন রাজারা যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ইহা প্রমাণ করিয়া দিল্লীশ্বরী হইবেন। ইহা প্রমাণ করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন রাজাদিগকে তাহারা যে সনন্দ প্রদান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবেন এবং যুবরাজ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া যে সমুদয় উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিবেন। সুতরাং এখন এই সমুদয় উপহারের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব আছে ইহা স্বীকার না করিলে পরিণামে এই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যখন স্বাধীন রাজাদিগের নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হন, তাহার অধিক মূল্যের উপহার আবার তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাদিগের অর্পিত উপহার সমুদয় রাজ কোষে সঞ্চিত হইয়া বিক্রয় হইয়া যত টাকা সংগ্রহ হয় তাহার অধিক মূল্যের উপহার রাজারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এদেশে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ও স্বাধীন রাজাদিগের সঙ্গে উপহার আদান প্রদানের এই রীতি। যুবরাজ এ রীতি রক্ষা করেন নাই। তিনি অল্প মূল্যের উপহার স্বাধীন রাজাদিগকে প্রদান করিয়াছেন এবং এখন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই উপহারের সংস্রব রাখিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ হইতে হয় সুতরাং উপহার লইয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু শঙ্কটে পড়িয়াছেন।

যুবরাজ কি উদ্দেশে এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার আসার পূর্ব্বে তাহার কোন রূপ ব্যক্ত হয় না। এই নিমিত্ত এই সমুদয় গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। স্বাধীন রাজারা হয়ত তাঁহাকে ইংলণ্ডের ভবিষ্যত রাজা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং হয়ত তিনিও অনেক স্থানে আপনাকে ইংলণ্ডের ভবিষ্যত রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। যুবরাজের আগমনের সঙ্গে রাজনীতির সংস্রব রাখা ইচ্ছা থাকিলে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল যে তাঁহাকে রাজার ন্যায় এদেশে প্রেরণ করেন। ইংরাজেরা জানেন যে এদেশের লোক রাজাকে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া জানে। তাহারা জানে যে যদিচ রাজা নির্ব্বিঘ্নে প্রজার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিতে না পারুন, প্রজাকে অনুগ্রহ করিতে তাহার সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রিন্স এদেশে আগমন করিয়া তাহার কোন পরিচয় প্রদান করেন না। তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এবং কলিকাতায় যে সামান্য দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পদ গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। এদেশের সামান্য রাজারা অনেক সময় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া ইহার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক স্বাধীন রাজা কলিকাতায় আসিয়া ইহার অপেক্ষা অধিক দান করিয়া থাকেন। তিনি যদি এদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ কোন একটী অনুগ্রহের চিহ্ন দেখাইয়া যাইতেন তাহা হইলে ডিসরেলির মহারাণীকে এম্প্রেস উপাধি প্রদান করিতে এত কষ্ট হইত না। যুবরাজের এখানে কি ভাবে আগমন করা কর্ত্তব্য এবং এখানে আসিয়া তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের মত যদি গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নানা গোলযোগে পতিত হইতে হইত না। রাজাকে ব্যাঘ্র কি হস্তী স্বীকার করিতে দেখিয়া ইংরাজদিগের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইতে পারে কিন্তু এদেশীয়েরা ও সমুদয় রাজার কার্য্য মনে করে না। প্রত্যুত রাজারা এরূপ কার্য্যে যদি ক্রমাগত সময় অতিবাহিত করেন তাহা হইলে তাহারা দুঃখিত হয়। যুবরাজকে দর্শন করিয়া অনেক অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিতান্ত নৈরাশ হয়। এদেশীয় রাজার ভাব ভঙ্গি পরিধান পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার সমুদয় স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। কোটি কোটি ব্যক্তিদিগের মধ্যে রাজা থাকিলে তাহাকে তাহারা চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু অনেকে দশবার দেখিয়া যুবরাজ কে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। সুতরাং যদি যুবরাজের ভারত দর্শন লইয়া কোন রূপ গোলযোগ হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজের দোষে করিয়াছেন। ইংরাজদিগের এদেশে প্রীতি ও ভক্তির ভাজন হইতে হইলে হয় তাহাদের এদেশীয় রীতি নীতি অবলম্বন করা উচিত অথবা আমাদিগকে ইংরাজ জাতির ন্যায় ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। যত দিন এই দুয়ের এক না হইতেছে তত দিন এ গোলযোগ যাইতেছে না।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, সার রিচার্ড টেম্পলের অনুগ্রহ ও যত্নে রাজসাহীর একটি যুবা প্রাণ দণ্ড হইতে নিস্তার পায়। সম্প্রতি লর্ড লিটন আর এক

ব্যক্তিকে এই আসুরিক রাজ দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই বধ্য অপরাধির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। হাইকোর্ট আপীল অগ্রাহ্য করেন। তাহার পরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে অপরাধী আবেদন করে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও তাহা গ্রাহ্য করেন না। তৎপরে সে গবর্ণর জেনারেলের নিকট আবেদন করে এবং লর্ড লিটন তাহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। লর্ড লিটনের এই কার্য্যটী দ্বারা আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার পিতা প্রাণ দণ্ডের বিপক্ষে ছিলেন এবং বোধ হইতেছে তিনিও এই সাধু ও দেব ভাব তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেখকের মনের ভাব যদি তাঁহার লিখিত বিষয়ে ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সকলে স্বীকার করিবেন যে, লর্ড লিটনের পিতার অপরিসিম দয়া ও স্নেহ ছিল, এবং বিধাতা ইংরাজদিগের ন্যায় কঠিন নিরস লৌহ দ্বারা তাঁহার হৃদয় গঠন করিরাছিলেন না। লর্ড লিটন যদি তাঁহার পিতার এই সমুদয় মহৎ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজত্বকালে যে সকলে সুখে থাকিবে তাহা আমরা কতকটা আশা করিতে পারি। তবে লর্ড নর্থব্রুক আমাদিগকে যে মনস্তাপ দিয়াছেন তাহাতে সেরূপ আশা করিতে আমাদের সাহস হয় না। লর্ড লিটনের যদি কোমল হৃদয় হয়, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, এদেশের দণ্ডবিধি প্রণালী অতিশয় ভয়ানক। এই ভয়ানক প্রণালী দ্বারা কত শত নির্দ্দোষী ব্যক্তি কঠোর রাজ দণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং অনেক সময় নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণ দণ্ড হইয়া থাকে। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া দণ্ড বিধি আইন দ্বারা দেশের অপকার কি উপকার হইতেছে ইহার অনুসন্ধান করেন এবং এ বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি জানিবেন যে, এখানে কত সময় উচ্চ তম রাজ পুরুষের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয় এবং এরূপ হস্তক্ষেপ না করিলে কত নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড হয় ও দেশে কত অত্যাচার হয়।

আমরা অবগত হইলাম যে, সার রিচার্ড টেম্পেল নেপাল হইতে বেহারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং রৌদ্রে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি এই ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় কি উদ্দেশ্যে সুশীতল দর্জিলিং গমন না করিয়া উষ্ণতর বেহারের প্রখরতর আতপ তাপে ভ্রমণ করিতেছেন তাহার কোন কারণ আমরা জানিনা। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বাক প্যামফেলেট নামক এক খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা দ্বারা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক উঠে। পার্লিয়ামেণ্টেও এই তর্ক উঠে। পর্লিয়ামেণ্টের কোন কোন সভ্য প্রস্তাব করেন যে, দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী রয়েল কমিশন নিযুক্ত হউক, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য ইহা অগ্রাহ্য করেন। পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারা যখন দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত তর্কের এই রূপ মীমাংসা হইয়াছে তখন বোধ হয় লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সে নিমিত্ত দরভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন না। এবৎসর যখন ত্রিহুতে আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয় তখন গেডিজ সাহেব ইহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট করেন তাহা বোধ হয় সকলের স্মরণ প্রাছে। এই রিপোর্টে তিনি দরভাঙ্গার নাবালক রাজার জমিদারি কার্য্য প্রণালীর প্রতি অতিশয় দোষ অর্পণ করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, গেডিস সাহেব নীল কুঠিয়ালদিগের বিরুদ্ধেও কিছু লিখেন এবং টেম্পল সাহেব এই দুই বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেখানে গমন করিয়াছেন। সার রিচার্ড অনেক বিষয় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং অনেক বিষয় গোপনে অনুসন্ধান করিয় গোপনে গোপনে তাহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন। নীল কুঠিয়ালেরা তাঁহার পুরাতন বন্ধু। তাঁহার ভারতবর্ষে পদার্পণ করার কিছু দিন পর তিনি নীল কুঠিয়ালগণের অত্যাচারের অনুসন্ধান দ্বারা প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং তিনি জানেন যে, নীল কুঠিয়ালগণ কি ভয়ানক লোক ও তাহাদের সঙ্গে কি ভাবে চলিতে হয়। তিনি সম্ভবতঃ গোপন অনুসন্ধান দ্বারা প্রজাদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কুঠিয়ালদিগকে ডাকিয়, সতর্ক করিয়া দিবেন এই রূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন। বাঙ্গালার কুঠিয়ালগণের অত্যাচার যদিও ইডেন ও গ্রাণ্ট সাহেবের প্রধান উদ্যোগে দমন হয় কিন্তু বিটেনকর সাহেব, টেম্পল সাহেব এবং অন্যান্য কমিসনারগণ যে ইহার পোষকতা করেন তাহারও কোন ভুল নাই, সুতরাং সার রিচার্ড যদি বেহারের দুর্দ্দশান্বিত প্রজাদিগকে কুঠিয়ালগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সহস্র পরিবারকে অনশন হইতে রক্ষা করিবেন। প্রজা প্রপীড়িত হইয়া যদি নির্মুল হয় তাহা হইলে পরিণামে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হন। যদি নীল কুঠিয়ালগণের অত্যাচারে গত দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে তাহা হইলে কতক গুলি ইংরাজ ব্যবসায়ীর নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৭ কোটি টাকা দণ্ড হইল। এ বৎসরও আবার সেখানে কতক পরিমাণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ করিলেও গবর্ণমেণ্টের নিজের স্বার্থের নিমিত্ত বেহারের নীলকরদিগের কার্য্য প্রণালীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

আমরা অনেক দিন পরে "বান্ধবের" দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এদেশের এক এক খান মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া কিছু কাল লীলা খেলা করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্ধান হয়। আমাদের ভয় হইয়াছিল বুঝি বান্ধবের সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বান্ধব এবার হৃষ্ট পুষ্ট কলেবরে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বান্ধবের লিখিত সমুদয় প্রস্তাব গুলি পাঠ করিতে পারি নাই। সুতরাং এবার ইনি কোন্ অঙ্গে কি রস ধারণ করিয়া উদয় হইয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহি। তবে আমরা "কণিক সূত্রটীর" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। বান্ধব ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিত মেকিয়াভেলির রাজনীতির সঙ্গে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বর্ণিত কুরু রাজ মন্ত্রী কণিক রাজনীতি সম্বন্ধে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তাহারই তুলনা করিয়াছেন। অমৃত বাজারের সমুদয় পাঠকেরা যদি বান্ধব গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে আমাদের অনুরোধ অন্ততঃ তাহারা যেন ১১ সংখ্য বান্ধব খানি পাঠ করেন। তাহারা ইহাতে কণিক প্রদত্ত রাজনীতি সংক্রান্ত উপদেশ গুলি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, আর্য্য জাতির কেন ধ্বংশ হইল, মুসলমানেরাই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং ইংরাজেরা বা কেন ক্ষুদ্র সৈন্য দল লইয়া পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক স্থানে রাজত্ব করিতেছেন। তবে কণিক সূত্র পাঠ করিয়া আমাদের একটী বিষয়ে বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। যে দেশে রাজা এরূপ সদুপদেশ সকল প্রাপ্ত হইতেন, সে দেশ কি রূপে পরাধীন হইল? হিন্দু রাজাদিগের শেষাবস্থায় কি এদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল? বান্ধব স্বদেশ পক্ষপাতী। তিনি মেকিয়াভেলিকে কণিকের শিষ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তিনি একটী বিষয় স্বীকার করিবেন যে গুরুর উপদেশ অপেক্ষা শিষ্যের উপদেশে অধিক ফলোৎপত্তি হইয়াছে। হয় ভারতবর্ষ এরূপ স্থান নয় যে, এখানে এ সমুদয় উপদেশ বীজ হইতে ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে অথবা ইহার আর কোন কারণ থাকিবে। মেকিয়াভেলির উপদেশ দ্বারা ইউরোপের লোকে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিতেছেন, আর কণিক সূত্রের উপদিষ্ট ব্যক্তিগণ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের এ দাসত্ব যে কোন কালে মোচন হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কণিক যে মেকিয়াভেলি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সংস্কৃত রচনার একটী দোষ আছে। ইহার অর্থ সুবোধ্য নহে প্রায় জটিল। ইহার ভাব হৃদয় স্পর্শ করার পূর্ব্বে উহা মস্তিষ্ক স্পর্শ করে এবং হৃদয়ে প্রবাহিত হইবার পুর্ব্বে উহার অনেক বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়। বান্ধব রাজনীতিজ্ঞ মেকিয়াভেলির সন্ধি, বিগ্রহ, সৈনিক নিয়োগ, স্বরাজ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে সমুদয় উপদেশ গুলির সঙ্গে কণিক সূত্রের তুলনা করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই বোধ হয় এটি সপ্রমাণ করিতেছে। মেকিয়াভেলির উপদেশ গুলি পাঠ করিলে পাঠকের নয়নে সংসার আর এক রূপ ধারণ করে, তখনই মনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প আবির্ভূত হয়। কণিক সুত্র পাঠ করিলে সর্ব্বাগ্রে কণিকের গুণপণা, বুদ্ধির কৌশল, দূরদর্শিতা প্রভৃতির নিমিত্ত তাঁহার উপর ভক্তির উদয় হয়।

শান্তিপুরের লোকে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, র‍্যাটবর্ণ সাহেব শান্তিপুর দিয়া রেলওয়ে গমন করার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে করিবেন এই রূপ স্থির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যশোহর ও বহরমপুর পর্য্যন্ত দুইটী রেলওয়ে নির্ম্মাণের বিষয় সাব্যস্ত করিয়াছেন। র‍্যাটবরণ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোট করিবেন যে, এই দুইটী রেলওয়ে দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না আর গবর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। র‍্যাটবর্ণ সাহেব প্রস্তাবিত বহরমপুর রেলওয়ে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন যে, এই রেলওয়ে দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না এবং বোধ হয় বহরমপুর রেলওয়ে দুই তিন মাস পরে আরম্ভ হইবে। লর্ড ইউলিক ব্রাউন প্রস্তাব করেন যে, এই রেলওয়েটি রাণাঘাট হইতে বাহির হইয়া উলার মধ্য দিয়া গোয়াড়ি উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণনগরবাসীরা বগুলা হইতে গোয়াড়ি যাওয়ার প্রস্তাব করেন, কিন্তু র‍্যাটবর্ণ সাহেব দেখিয়াছেন যে, রেলওয়ে শান্তিপুর দিয়া গেলে সর্ব্বাপেক্ষা লভ্য হইবে। কোন্ স্থান হইতে যশোহর রেলওয়ে আরম্ভ হইবে তাহার এখন স্থির হয় নাই। র‍্যাটবর্ণ সাহেব এক বার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যে, চাকদহা হইতে ইহা গমন করিবে, কিন্তু এখন বারাসত দিয়া নির্ম্মাণ করার মনস্থ করিয়াছেন। তিনি বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও যশোহরের কোন্ স্থানে কি পরিমাণে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

যশোহর রায় গ্রামের মেলা সম্বন্ধীয় পত্র খানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। এই খানি সকলের পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ মেলাটী রায়গ্রামে অতি দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত আছে। বাবু সীতানাথ ঘোষ এই মেলার এই রূপ উন্নতি করিতেছেন। সীতানাথ বাবু মেলার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তবে মেলার প্রধান উদ্দেশ্যটীর প্রতি তাঁহার এখনও দৃষ্টি পড়ে নাই। তিনি যে দিন এই মেলার দ্বারা যশোহরবাসীদিগকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিবেন সেই দিন ইহা কর্ত্তৃক বিশেষ উপকার হইবে। টেলিগ্রাফ, বস্ত্রের কল প্রভৃতি অতিশয় উপকারজনক বিষয় বটে, কিন্তু উহার অভাবে আমাদের দেশের অধোগতি হইতেছে না। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা যিনি সংশোধন করিবেন তিনি দেশের মঙ্গলের প্রথম সোপান সংস্থাপন করিবেন। কোন গ্রাম্য মেলা দ্বারা এটী সুসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। তবে যদি যশোহরের নানা স্থানে এই রূপ মেলা সৃষ্টি হয় এবং এক এক মেলার অধ্যক্ষেরা অপর মেলার সঙ্গে যোগ দান করেন, তাহা হইলে ক্রমে সমুদয় যশোহরবাসীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা হইতে পারে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, MAY, 11, 1876.

Chittagong is in an uproar. Babu Lul Chund, a Municipal Commissioner, dared to oppose the Chairman and he has been arrested by the Magistrate. A telegram has been sent to the Government and the Town is highly excited.

———ooo———

Babu Amrita Lal Dutta, the Police Inspector of Shyampookar Thana, we hear, has been suspended. This must be the ultimate fate of all true gentlemen who happen to be poor enough to serve in the Police Department.

———ooo———

It is expected that a paper manufacturing mill will be started at Surat, in July next, under native management. The machinery and appliances have already arrived and will shortly be put up. Bombay with its cotton mills, silk mills, and paper mills have deserved well of India.

———ooo———

The death of Mr. Vishnu Parushram Shastri, the proprietor of the *Indu Prokash* is indeed a national calamity. As clever as enterprizing, he spent a busy intellectual life for the advancement of his country's good. The *Vedarthayatna*, being a translation of the four *vedas* in monthly parts, was, we believe, started under his auspices. We sympathise with our brother of the *Indu Prokash* for this irreparable loss.

———ooo———

Mr. Girdharlal D. Kothari, President Arya Samaj, Bombay, writes us to say that a Company has been projected in Bombay by the Arya Samaj founded by Pundit Dayadanda Saraswatee with a view to publish the translations of the Vedas and other books of kindred nature into Hindoostanee language. It is to have a capital of 20,000 rupees divided into 200 shares of 100 Rs. each. Applications for shares should be made to the President of the Arya Samaj, Bombay.

———ooo———

The Raja of Mahisadal founded a scholarship of of rupees 5 a month to be awarded to the best student of the Midnapore High school, who fails to obtain a Government scholarship at the First Arts Examination. The Government has thanked Baboo Luchman Prosad Gorgo for this endowment. Now this Luchman Proshad is the heir and representative of the noble family of the Gorgos who have enjoyed the title of a Raja for the last twenty generations. The reward of the Raja for his generous gift is that he has been simply insulted by Government. We recollect to have seen somewhere *Babu* Kamal Krishna Deb of Shobabazar thanked by Government for a munificient donation.

———ooo———

Mr. Damant, Assistant Deputy Commissioner of Cachar, is said to have ordered a peon to pull the ears of a pleader and to turn him out of the court. The pleader brought the matter to the notice of the Chief Commissioner, but no reply has been as yet given to his petition. A civil suit is also contemplated, but we believe it will entirely depend upon the decision of the Chief Commissioner whether such a suit is to be brought or not. If the Assam Government makes an inquiry in the matter and affords relief to the pleader if he really deserves it, the matter will not proceed further. We shall give further particulars at a proper time.

———ooo———

Mr. Manson, the Magistrate of Noakhalee, bitterly complains that the members of the Road Cess Committee in his district do not take any interest whatever in the work of the Committee. He says: "The Committee is little better than a farce, the Road Cess Act and the business done under it are regarded purely Government measures, and the Chairman and the Vice-Chairman are the real managers of the whole. Non-official members take little or no interest in the matter of local improvements, and of official members, the Executive Engineer has not been here once during the year. Some difficulty has been experienced in getting together a quorum for the transaction of business as required by the Road Cess Act, and the meetings had to be adjourned on several occasions in consequence. A meeting was convened on the 3rd instant to consider the annual accounts for the past year under Sections 88 and 89 of the Act, but as no quorum was found, the accounts are submitted under the Chairman's counter-signature, because to call a new meeting to elect a Sub-Committee and again call a Committe to have the accounts, will take two or three months more. The Committee is an irresponsible body, and hence care little about the accounts." The Magistrate lays the whole blame upon the members: did it never occur to him that he himself or the system might be at fault? Man must always love power and hate slavery. If the Magistrates allow the members to exercise powers, they will feel interest in the work. But nobody will choose to be a dummy if he can help it.

———oo———

LAND REVENUE IN BENGAL.—We said in our last that Sir Richard Temple has undertaken the enactment of a substantive law for the determination of rent in Bengal. The task that the Bengal Government has taken in hand is so important, that the prosperity of the country will depend upon its successful accomplishment. It were infinite times better to have the present state of affairs continued, than to have a change for an idea which may throw the whole landed interest in Bengal into a greater disorder. That some change is necessary it is absolutely certain. Beneath a calm, now and then disturbed by an vebulition, either in the shape of a riot or a famine, a vast volcano is at work destined one day to sweep all interests in land by one sudden rush. The thanks of the nation are due to the Lieutenant Governor for taking up the question, for he easily might have shirked it to be dealt with by his successors. It is not an easy task that he has taken in hand. It is not one that can be solved by a genius, a revenue officer, or a man of shining talent. No superficial understanding of the question will be of any help whatever. Indeed it is not a problem to be solved by a man of varied talents, but it is emphatically the work of a messiah. Whether Sir Richard Temple is able enough to grasp the question successfully or not is yet to be seen. We wish him god-speed, for the question vitally interests a hundred millions. But while wishing him success we would ask of all thinking Bengal to come forward with their facts, figures and suggestions.

But the outline of a plan of operation which the Government has published in the *Gazette* is not only not assuring but positively alarming. It is clear His Honor is not in possession of accurate information on the subject. It is clear also that those who have undertaken to enlighten His Honor have not studied the subject with that attention which the case requires. His Honor proceeds upon a wrong basis and the consequence is, that he arrives at a conclusion which is neither sound nor assuring. We are not opposed to the interests of Zemindars, no native of Bengal should be. The one great reason is that the Zemindars of Bengal are also natives of Bengal. They are as much our countrymen as the ryots are. Indeed what could we do for the furtherance of our country's cause without the money of Zemindars? But while the Zemindars are a necessity to the country so are the other classes, and that Zemindar is capable of committing suicide who can ruin his ryots to secure his prosperity. The British Indian Association admits that "a prosperous tenantry is a source of strength to the Zemindars," and it will do no good to a Zemindar to ruin his ryots and sow seed for a future trouble. The work which Sir Richard Temple has taken in hand is for the benefit of all classes, and both the Zemindars and ryots ought to come to an honest understanding between themselves and help Government in the matter.

If the Zemindars by their superior intelligence and tact can manage to have a law favorable to them, their triumph will be for a short period only. No human law can prevent a tenantry to take to clubs and spears when hungry and then the favorable law will not help them in the least. To bring peace in the land, to prevent future disturbances, to increase the security of landed property and secure the prosperity of the country, it is the duty of every loyal and patriotic Hindu to forget all self interest and to come to a mutual understanding about an affair upon which the welfare of the country depended. We deeply regret that the British Indian Association did not take note of these facts when it advised the Government on the matter. Its advice to the Government is so one-sided, that, if followed, the whole tenantry of Bengal would be levelled down to the status and condition of Tirhoot, and other Western ryots. Unfortunately Government took the clue from that body and thus founded the Resolution of which we are discussing. But Government has not as yet heard the other side of the question, and fortunately it is in the power of the nation to make known to the Government, the other side of the question.

Sir Richard Temple divided the tenantry of Bengal into two classes viz, Occupancy ryots and tenants-at-will. Now this division is not only not comprehensive but fallacious. The idea of a tenants-at-will was imported from England by English statesmen who had no knowledge of the country. As a matter of fact no tenants-at-will existed in Bengal. It is unnatural that they should. There is no dearth of culturable land in Bengal, and tenants have never wanted lands as Zemindars have wanted tenants. Under the circumstances the poorest ryot would not simply consent to be a tenant-at-will. It is true, lands are now and then taken for a stated period, rarely, for more than a year, for the purposes of cultivation, but under no circumstances whatever, will a Bengal ryot erect his homestead upon a land in which he has no permanent interest and from which he is liable to be ejected at the will of the land-lord. This may be very common in England but the custom was never introduced here. Neither will the ryot consent to take a jumma in which he has no permanent interest. Indeed there is a small quantity of land, in every village which is not included under any *jumma* and is taken by the ryots generally for one year for the purposes of cultivatin and then given up after the crop is gathered. But these *lands are not owned by the Zemindars but the middle classes.* Properly so called there is no tenant-at-will in Bengal and it is therefore somewhat staggering to see that the proposed system is to be founded upon the rents paid by this class of ryots!

The Act X of 1859 did not therefore secure to the ryots any right that they did not possess, but on the contrary, weakened the rights that they enjoyed from time immemorial. Before 1859, ejectment of ryots was utterly unknown and never dreamt of. The Zemindars could be deprived of their property but not the ryot. The term occupancy ryot was created since that period, but yet practically it did not interfere with the relation between landlords and tenants which had all along existed. Even now Zemindars cannot induce the ryots to accept any farm from which they are liable to be ejected at the will of the landlord. It is therefore simply misleading to divide the tenantry into occupancy ryots and tenants-at-will, and this idea, imported from England, is at the root of all mischief regarding the landed interests of the country from which we are suffering.

Those who have landed interests in Bengal can be divided only into two classes. 1st. those who pay revenue to Government; and 2nd. those who pay revenue to the Zemindars. Those who pay revenue to the Zemindars are included under the common term of occupancy ryots. This misrepresentation has ruined Bengal and given rise to lacs of rent suits and several agrarian disturbances. There are three classes of landed proprietors who pay rent to the Zemindars. The first class comprises those who are gentlemen and do not hold the plough. They realise the rent from *Mandals* and cultivating ryots and make them over to the Zemindars after keeping a profit for themselves. The Second class comprises those who have tenants of their own and who at the same time cultivate lands, paying the rent either to the Zemindar or the class next to the Zemindars. These are the representative ryots of Sir George Campbell. The third class comprises the cultivatiug ryots. Now Sir Richard Temple and the British Indian Association only admit the existence of the Zemindars and this last class, ignoring altogether the existence of the intermediate classes.

It would no doubt simplify matters and increase the revenue of the Zemindars, if the middle classes had not existed. But as a matter of fact they do exist, and no amount of writing or law-making can obliterate their existence. Some provision ought to be made for them or the law will not work. The landed wealth of Bengal can not be divided between Khodabux and so and so Bahadoor, and the Mookerjeas and Banerjeas, Ghoses and Boses left to starve. But the programme before us, if it means anything, means the death-blow of the middle classes. If such a misfortune ever happened in Bengal or India, if the middle classes of Bengal were thrown adrift to starve, having no means of subsistence before them, then there would be time for the nation to weep as it would lose its individuality completely which has been hitherto maintained in spite of powerful and irresistible influences.

The following precis of the opinions of the officers consulted on the subject by Government ought to be generally known.

The conclusion of the Officiating Commissioner of Dacca is practically much the same, as he would deal with every case on its own merits, leaving the decision to two arbitrators, one appointed by each party, and a Deputy Collector as referee.

Mr. Schalch would maintain the principle of proportion as laid down by the High Court in the great rent case of *Thakooranee Dassee*, i. e., that the enhanced rent ought to bear the same proportion to the present value of the produce as the old rent bore to the former value; but he considers it essential that the cases should be tried by revenue courts.

The Commissioner of Chittagong would give the landlord one-fourth of the gross produce. But when the amount of that one-fourth has been once ascertained, he would fix the rent at that sum for 20 years without variation.

In the case of occupancy ryots the rent which would be paid by a tenant-at-will should first be ascertained: from this should be deducted the value of any improvements made by the ryot himself or his predecessor; and the balance should be equally divided between landlord and tenant. The question of landlord's improvements may be omitted from the calculation, as they are practically unknown: but where they exist, their value should be added to the landlord's share.

The British India Association desire to adopt the principle of the Oudh Rent Act, by which the rent of the occupancy ryot is fixed at a certain percentage below that of a tenant-at-will, But they consider that an allowance of 12½ per cent., which is given in Oudh, is too small a deduction, and they would fix the rent of the occupancy ryot at 25 per cent. below the competitive rate. They consider that the competitive rate is a fair indication of the share of the produce of the soil which the cultivating ryot usually receives, and that where it is low from any cause, the rent of the occupancy ryot, as a rule, is also low.

We will soon resume the subject.

———ooo———

THE NEW LEAVE RULES:—The new Leave Rules affect us deeply in as much as they mean to burthen us with a charge of several lacs per annum. They are interesting to us in as much as they show that, though Government is always complaining of its poverty, it rarely lets slip an opportunity of dealing very liberally with the favored classes. It was in

July, 1868, that the Furlough rules underwent a thorough change. Previous to that period, it was a misfortune to avail of the furlough rules and they served as a check upon the home-going proclivites of the European officers. They never got more than £500 per annum while on leave and had to leave their substantive appointments. For practically they were dismissed and on their return had to be provided for again. So an officer holding an excellent post had the chance of beginning his career anew. This was in itself sufficiently deterent in its effect, but there were other stringent provisions which entitled the officers to only two furloughs after 15 years' service. But in 1868 all these were changed.

Under the new rules their maximum allowance was increased to one housand pounds per annum, the minimum allowance remaining the same, that is five hundred. They did not lose their substantive appointments, but reverted to their former posts, after the expiration of their leaves. There were other favorable provisions which entitled them to avail of two furloughs after eleven years' service, one after a service of seven years, another after four. Other provisions, extremely liberal, encouraged these men to avail themselves of these rules as often as they liked. For instance, previously it was absolutely necessary to perform a service of seven consecutive years before one was entitled to a furlough, but under the new rules, any man could avail of it on shewing a medical certificate.

The provision of allowing these absentee officers to retain their substantive appointments, brought to the surface another crop of injured civilians. These were the Juniors, who found that their promotion was stopped if the Seniors retained their appointments, and they also naturally began to clamour. It was necessary to stop their clamour too and they got liberal acting allowances, and thus reaped all the advantages of a promotion. It will be seen that these rules had the effect of burthening our revenues enormously. They were at first introduced for the benefit of the Senior Civilians at the cost of the tax-payer. But the Juniors wanted their share and it was necessary to satisfy them also. The pocket of the tax-payer was again touched to keep them in contentment. Here one may be disposed to ask the question, was India worse governed than it is now? Are the present class of Civilians a better class of men than the older? In what way have these rules been beneficial to those who are to pay and therefore the party most interested?

But when one wrong is committed, another must be done to cover its evil consequences. When the Senior Civilians were benefitted, came the Juniors who had their share of the spoil. And when both these were satisfied the European uncovenanted servants began to complain. This time the Home Government shewed some spirit and did not undergo any risk to shew it. These officers could not exercise their influence over the State Secretary as they could over the Indian Government and the State Secretary found it more easy to disallow their claims for a liberal furlough provision. Probably he was alarmed too and did not know where the matter would end. As soon as one class was satisfied, another class came forward and he was devoutly wishing to beat a hasty retreat if that was possible. But the India Government again and again pressed the matter to the favorable consideration of the Home Government, and the Duke of Argyll was at last obliged to make a partial concession in favor of certain uncovenanted servants.

The matter however came to be decided in these ways. His grace ruled that the Uncovenanted Service *should be reserved for the natives of the country* and so furlough rules were not necessary for the offiers of that Service. But if there were such posts, which the natives were not fit to hold, and which it was therefore necessary to fill up by men indented from England, then alone such men should be admitted to the favorable rules. The Government of India again demurred and admitted that "nearly all the offices in the Uncovenanted Service are such as may, under certain circumstances, be fitly held by natives and that, consequently, if we were to adopt a principle of selection, which would be most in accordance with the instructions received by us, the logical conclusion would be that no members of the service should be admitted to the favorable rules." In short the directions of the late State Secretary were such that they availed tittle and practically bound the hands of the Government. They were permitted to admit only those to the favorable rules who filled posts which could not be "fitly held by natives". But the Government knew and admitted that, nearly all the offices under the Uncovenanted Service could be fitly held by natives, and so under the directions they could scarcely admit one to the favorable rules. The Government of India therefore prayed for less rigid rules for the benefit of those whom it undertook to befriend.

The Duke was then gone and Lord Salisbury ruled in his stead. His Lordship therefore in his despatch of the 10th February, 1876, gave the relief which was sought for. His Lordship concurred in the views of his predecessor that the uncovenanted service offices should be reserved for the natives of the country—services which they can fitly hold. He admitted only those to the favorable rules (1) who were appointed in England and (2) who were appointed in India with the sanction of the State Secretary. The following officers were therefore immediately admitted to the more favorable Leave Rules:—

The 274 Officers, under the Government of India, included in Section D.

The 30 Officers, under the Government of India, included in Sub sectlons 4 and 6 of Section E.

The 20 Officers, under the Government of Madras, included in Sub-section 2 of Section B.

The 19 Officers, under the Government of Bombay, included in Sub-section 2 of Section C and four Forest officers in Sub-section 1 of the same Section.

The 10 Officers, employed in Mysore, included in Section 1.

The Educational Officers, the Officers of the Marine Department who have served in the Indian Navy or Bengal Marine, and the Medical Officers named in the lists transmitted by you.

The three Medical Officers of the Persian Telegraph Service, as rocommended in your Financial letter dated the 26th February, 1875, No. 79.

Thus by one stroke of the pen about 400 European officers were admitted to the privileges of the heaven born. This was the third wrong committed to cover the evil consequences of the first. Do you know what this admission of about 400 officers to the privileges of furlough rules means? It is a trifle loss of good many lacs per annum to us! Yet Government always complains of poverty when pressed for money by the natives of the soil. The translators of the Judge' courts applied for some increase of pay, but Government had no money. The native Doctors who draw only about Rupees 25 per month, have applied for an increase of pay, but probably our Government will plead poverty in their case also.

But did the matter end here? The furlough rules inaugurated in 1868 still dragged their length along in their course of robbing the tax-payers of India. Though the Duke of Argyll specially instructed the India Government to admit only those to the more favorable rules who held posts which required technical education and could not be fitly held by natives, yet it appears, the Government of India sent a list of all the European officers in the Unconvenanted Service recommending the Home Government to admit all. This was acting quite in opposition to the principles laid down by the late State Secretary. But the present State Secretary,, Lord Salisbury, is very generous—especially when Europeans are concerned. We shall let Lord Salisbury speak for himself:—

A nominal list of all the above Officers is annexed to this despatch.

14. Of the remaining Officers named in your lists, the greater part are filling posts which do not require preliminary technical education, and which, in future, if not held by Natives, will be occupied partly by Convenanted Civil Servants, or by Uncovenanted Servants specially selected, with the sanction of the Secretary of State, according to the principles adverted to in para. 11 of this despatch. Adopting therefore, with regard to this class of Officers, your suggestion that, as respects existing incumbents, an arbitrary limit must be, to some extent, applied to them, I sanction the extension of the more favorable rules to such of the above-mentioned Officers named in your lists as are now in the receipt of salaries of not less than Rs. 6,000 per annum, and I request that a list of the persons to whom this will apply may be forwarded for record in this office.

Every honest man must admit that the principle laid down by the Duke of Argyll was just. If we want men of special talents which we cannot supply from our own country we must purchase them at their own price. We also thank the India Government for its honest expression of opinion that "nearly all the offices in the Uncovenanted Service are such as may, under certain circumstances, be fitly held by natives." Under these circumstances either of the following courses was left to the Government. Either to give up the cause of the European Unconvenanted Servants, or to abondon the principle laid down by the Duke and sacrifice the over-burdened tax-payers of India for the benefit of few Europeans, who were not wanted in the country, and who had by the force of their color ever-ridden the just claims of the natives of the soil and supplanted them against the repeated injunctions of successive State Secretaries. The Government of India accepted the latter alternative without hesitation and Lord Salisbury was not only very glad to sanction all what the Government asked but suggested to it to make a further application for those officers who were omitted from the list by Lord Northbrook's Government; for in paragraph 15 of the same despatch we find the following from the pen of the State Secretary His Lordship says:

"I observe that your lists do not include any of the Officers employed in the higher appointments of the Andamans. You may perhaps desire to correct the omission, and possibly other similar omissions; if so, I will gladly consider any recommendations you may make." Was not the noble Lord in his most genial mood when he penned the above? Alas, he forgot that it was the dumb millions of India who had to pay for the exercise of his generous faculties!

What are ye about, ye native membors of the Uncovenanted Service? And you too, European and Eurasian members, who draw a lesser salary than £600 per annum? Why should you be deprived of a share in this general spoil? The poorer Europeans have a better claim to the favorable rules than the richer, for this simple reason, that the richer classes can pay for a Home trip while the poorer cannot. As regards native employes they have certainly no home to go to, but why should there be one leave rule for the stranger, and another for the native, when they perform the same sort of service? For instance Babu Kunjalal Banerjee will be subject to the ordinary leave rules, but a European, serving as a Small Cause Court Judge on a lesser pay, will be admitted at once to the liberal allowance. This seems to us some what unjust.

We have one consolation however. It is consoling that two successive Secretaries have directed the India Government to reserve the uncovenanted service exclusively for the natives. It is equally consoling that the India Government has admitted the fitness of natives for almost all employments under the same service. The most curious thing however is that, though the India Government submitted a complete list of Europeans Uncovenanted Service in India, and though the late State Secretary strictly enjoined to reserve their posts for the natives of the soil, and in which principle the present State Secretary had concurred, yet Lord Salisbury took no notice of the large list before him. He took no notice of the fact, that the India Government had systematically disobeyed his and his predecessors' orders to fill up the lower service by natives. Will the Government publish the list which it submitted to the Secretary of State? That list will be no doubt edifying.

SCRAPS AND COMMENTS.

The shareholders of the *New York Times* were paid last year a dividend of 100 per cent. upon the original price of the shares. At no time during the last fifteen years has the paper paid less than 80 per cent. The paper has been edited for several years by Mr. Jennings who acted as editor of the *Friend of India* and Calcutta correspondent of the *Times* in 1864-65.

A contemporay says:—

"It is a curious fact, well known to medical men who have had experience with native armies, that when a man goes into hospital and says he will die, the result predicted generally follows. The invalid often seems to have the power of producing death by the mere exercise of volition, and it requires vigorous treatment to drag him out of the state of despondency which has much to do in bringing death about. A good story in connection with this matter reaches us from the Central Provinces. A young Irish doctor, new to the country, was in charge of the hospital attached to a native regiment, and he was much struck with the determination of some of his patients to die. One man would come into hospital with scarcely anything the matter with him, and say that he knew he was going to die, and die he would. Another man, with perhaps only a slight fever upon him, would tell the same story lugubriously, and die also. A number of men had persisted in dying in this unreasonable way, and the young doctor was puzzled and annoyed. While scratching his head over the subject, a strong-looking soldier presented himself before him. "Sahib," he said, "I am going to die." The doctor got up in a rage, shook his fist in the man's face, and cried, "Bedad, I'll court-martial you if you do." The man got frightened at the threat, and didn't die. The doctor was astonished at the effect of his vigorous protest, but resolved to watch the man out of hospital. The man was sent to another station, in which almost the first thing he did was to proceed to hospital and say he had come to die. His remark was taken as a matter of course—and he died. When the Irish doctor heard of this he said warmly that he knew the man might have been saved if he had only been threatened with a court-martial if he died, and lamented the stupidity of the people who had quietly let the fellow carry out his original intention of dying."

A crop of little difficulties is likely (says a writer in the *World*) to spring out of the Indian visit after the Prince of Wales's return, not the least of them arising from visionary expectations formed as to the result of petitions and grievances brought before His Royal Highness during his tour:—

"It is no secret that some of the presents, fabulous in their value, were given with an eye towards favours to come and already native princes have appointed agents in London to bring presure to bear upon the Government through the portals of Marlborough House. The Prince, with his well-known tact, may safely be left to show these worthies the direct road to Downing street; but the disappointment that would thus be created in India might afford cause for regret that the presents taken out were not something like equivalent to the value of those received and might cause an unpleasant reaction from the impression produced by the Heir Apparent among native Indian Society."

The *Lucknow Times* says:—

"At a late sitting of the Select Committee of the House of Commons on silver Mr. R. W. Crawford said that no article of import from India now left a profit, and that no kind of goods sent out from England to India left a profit; and he further declared that this had been the rule for the last three or four years. This statement, says the home correspondent of the *Bombay Gazette*, has astounded outsiders, who cannot understand why merchants carry on business for three or four years at a loss all the time. Of course the failures of houses connected with India have been numerous in consequence of such abnormal trade depression, but what most astonishes us is that so comparatively few mercantile failures occur in India, notwithstanding that on such undoubted authority as that of Mr. Crawford there is a never ending series of losses on Indian exports. To make matters worse, too, there appears to be no hope of any early improvement in mercantile affairs, and the result must be, sooner or latter, that production will be stayed, and the internal depression will be felt by thousands who have hitherto been but only partially, if at all, affected by the stagnation of both India's home and foreign trade. All this, taken in conjunction with the depreciated rupee, bodes ill for the country for at all events same time to come."

The *Delhi Gazette* has the following:—"It is clear that our present Viceroy is not forget-

ful of his father's maxims. If our memory do not deceive us, one of the works of the great novelist concludes with the following:—"The worst use you can put a man to, is to hang him." Such is evidently the present Lord Lytton's opinion, for the murderer of Tajgunge, whose case we mentioned some time since, has obtained a reprieve at the eleventh hour. He was to have been hanged on the morning of the 4th May, when a telegram from Simla arrested the execution. The sentence of death had been confirmed by the High Court, and a petition to the local Government for a reprievehad proved unsuccessful. It is not at present known whether the sentence has been commuted for one of transportation for life."

The *Home News* says:—

"The condition of Russian feeling towards the insurrection has in it many elements of grave danger. The Slavophil party, who, of course, desire nothing more than the dismemberment of the Turkish empire, is daily gaining ground. The newspaper organ of the party the *Mir*, has long been bitterly inveighing against the Russian Government for assisting Austria in preserving Turkey. And it would seem that there is some pretext for the German charge that Russia is playing more or less of a double game in its relations with the Porte. Servia, it seems, has been directly informed by the Russian Government that, in the event of her going to war with Turkey, she shall be protected from Austrian coercion. How far the wish in the case is father to the thought it is difficult to say, but as these reports, in all cases emanate from a Slavophil source they should be received with considerable reserve. That the relations between Russia and Austria may became at any moment so strained, that rupture is inevitable, a conversation which Count Andrassy is said to have had with Khalil Bey, would seem to indicate. If, the Austrian Minister is alleged to have said, war broke out between Austria and Turkey, it would be necessary to make it *á outrance*, and to rectify the Austrian frontier, not only on the side of Asia, but especially the Black Sea, by the recovery of the Mussulman territories of those shores and the reformation of Poland. The prospect thus hinted at is not one in which Russia could acquiesce."

The same paper has the following:—

"As was expected, the new religious difficulty has not been long to declare itself in Spain, and the civil war of Carlism, it would seem, is about to be succeeded by a theological war whose issues are not less formidable. The eleventh article of the new Constitution so far agreed to recognise the principle of religious liberty, as to lay down that, while the Roman Catholic religion is the religion of, and shall be exclusively maintained by, the State, and no public manifestations other than those of the Roman Catholic Church are to be made. "freedom of religious *cultos* shall be lawful." This the Pope has resented. We declare, writes His Holiness, "that this article, which pretends to be able to give freedom of worship in the country, violates every right of truth, and of the Catholic religion, annuls illegally the Concordat between the Holy See and the Spanish nation, lays the State open tot he charge of wrong-doing, and opens a door to error—error which is but a precursor of a long succession of ruinous ills to the nation, so long and true a lover of Catholic unity." It is not denied that the article in question is contrary to the Concordat of 1851, but it is argued by Senor Conovas del Castillo that the Concordat has been annulled for a considerable period. So strong, however, is the Ultramontane feeling in Spain, and so successful has been a Papal appeal, in the shape of a "letter to the ladies of Madrid," that Senor Canovas has been already compelled to give way, and to announce that Spain will revive the Concordat if the Article to which exception is now taken by the Vitican is accepted. The penalty with which the Pope threatened Senor Canovas for violation of the Concordat was the withdrawal of his Nuncio from Madrid, and it remains to be seen whether the Holy Father will be satisfied with the compromise."

In speaking of the successor of the Pattiala Raj the *Pioneer* says:—

The young Maharajah of Pattiala has been left so far without a name in accordance with Sikh custom. For the first five or six years of life, a Sikh child is merely the *baba*, and at best is distinguished from other *baba log* by some pet-name, afterwards dropped. Only when he is admitted into the church with much ceremony, and made a true Sikh by drinking some water that has been stirred with an iron knife, and eating certain mysterious *patisserie* of *goor*, and what not, is it thought worth while to record this event by naming him? So for the present the princely power and wealth of the late Maharajah are the property of a little personage whom his friends may be able in good time to identify as the right one, but would be puzzled how otherwise to describe. However, if he is so far destitute of what most people possess, he has at all events a good deal that most people are without,---the ready money and jewels left him by his father amount to considerably over a million sterling. During the long minority before him, the accumulations of his revenue will more than double that sum, so that by the time the young Prince comes to the throne he will be very fairly well off.---

In a country like this, where fires are so disastrous and so frequent, any invention for preventing or extinguishing them, should be considered of importance, and can scarcely be too widely made known. The *Statesman* says:—

The *New York Herald* of the 1st March reports this, in the presence of General Shaler, members of the Fire Department, and gentlemen connected with the Board of Under writers, the Chamber of Commerce, and Insurance Companies generally, the Connelly fire-extinguisher was exhibited in an open lot at the corner of Fifty-ninth-street and Eleventh-avenue. A large frame building had been erected, in which were placed three cylindrical reservoirs filled with carbonic acid gas, and adjacent were eight other cylinders used as receivers, from which the gas escaped into the hose. An immense pile of barrels—two barrels deep and about five barrels high—the pile containing altogether 130 barrels of refuse resin, both ends of the barrels being open, stood at the east end of the lot. A smaller pile of boards with two barrels of refined oil on top, like the funeral pyre of Brutus, stood a little east of the resin, and to the westward was a tank four feet deep, built of brick and cemented, and having a surface area of 600 square feet, containing 375 gallons of crude petroleum, and into which sluice pipes emptied water. The tank full of oil and water was fired first, and a tremendous mass of flame and smoke arose, driving the crows right and left by the intense heat. In less than five seconds this great mass of flame as thick as four or five ordinary brick houses, and three times as high, was extinguished by the stream of water expelled from the hose by the force of carbonic acid gas. The noise made was like that caused by a thunderstorm rushing through a mountain pass. Next, the 130 barrels of resin were fired, and were extinguished in less than six minutes, by a rapid stream ten times stronger than that which could be expelled by a steam-engine, from a nozzle of the same diameter; and, lastly, the funeral pyre was lighted, and, blazing as it did with great intensity, was extinguished in a few minutes. The experiments were in every way successful, and introduced a new agent of the most powerful kind for the saving of property.—*Indian Statesman.*

A novel experiment is about to be tried in the Isle of Man for the suppression of the vice of drunkenness:—

The House of Keys last week agreed to a new clause in the Licensing Bill, under which it is provided that any person found drunk on the public highway or licensed premises shall, on third or subsequent conviction within twelve months, be liable to a fine of forty shillings, and may be inhibited from purchasing intoxicating liquor from licensed persons for twelve months. Licensed persons acting in contravention of an order in writing, are liable to a penalty not exceeding £10. This regulation, if strictly carried into effect, will, no doubt, prove inconvenient to habitual drunkards' but, unless they are to bear some distinctive mark, such as a brand on the forehead, it will be difficult for publicans, with the best intentions, to feel certain when they serve strange customers that they are not infringing the law. Again, on the same principle, habitual gluttons who suffer from indigestion should be inhibited from purchasing food likely to disagree with them, and tradesmen should in like manner be forbidden to sell them, such diet. Much might be said in favour of some such legal enactment, for, besides reducing the number of deaths from apoplexy and other aliments, produced by living "not wisely but too well," it would prevent much social and domestic misery.

The *Bombay Gazette* boldly asserts:—

"Her Majesty the Queen has chosen to disappoint the hopes of loyal subjects who believed that she would never be prevailed upon to give her assent to a Bill which had been proved to be hateful to every one but courtiers and place hunters. We are convinced that the proclamation of the Queen as Empress of India will be the heaviest blow struck at the institution of royalty in England since Her Majesty ascended the Throne. No English Minister, it may be confidently affirmed, would have givin the Queen the unpatriotic and fatal advice to separate herself from her people by assuming a title which they detest; but Mr. Disraeli no doubt exults over this debasement of the kingly title in England as the crowning act of a career in which he has stiven with all his might to fulfil the self-imposed mission of bringiug into utter discredit Parliamentary Government and Constitutional Monarchy. The mere fact that he is leader of the Conservative party and First Minister of the Crown shows how completely he has succeeded in educating his party to abondon the ancient ways of the Constitution and to follow him in his wayward course; while his example of political cynicism seems also to have demoralized his opponents. In the old days, the leader of the Opposition would have felt himself all the more bound for being a great noble to fight out this quarrel with the Court to the end; but Lord Hartington thinks this would be useless, and, by deserting Mr. Fawcett, plays into the hands of those extreme politicians--Radical or Republican—throughout the country, who exhort the people to put no faith in either Whig or Troy."

The Prince of Wales travelled from Bombay to Poona; from Poona to Bombay; from Bombay to Baroda and back again; from Bombay to Colombo; from Colombo to Kandy and Nuwera-Eliya, among the hills, and back again to Colombo; from Colombo to Tuticorin; thence by Tinnevelly, Madura, Trichinopoly, and Europe to Madras; from Madras to Calcutta; thence to Bankipore, Lucknow, Cawnpore, Ghazeeabad and Delhi; thence to Lahore and Wazeerabad, then the most northerly railway station in India; back again, by way of Lahore, Umritsur, and Puttialla's capital, to Agra; thence to Gwalior; thence to Agra, and on to Jeypore; back once more to Agra and on to the borders of the Terai; then to Allahabad and Khundwa; thence to Choral Chowkie, the furthest point ready for service on the Holkar State Railway; and back once more to Bombay. The length of sea and land traversed by the Prince in India and Ceylon must have been altogether about 8,000 miles, of which nearly 5,000 were performed by railway.

A correspondent of the *Lucknow Times* brings to the notice of the public a most wanton act of cruelty on the part of two young officers in cantonments, which calls for the notice of the higher authorities. He writes:—

"On the 28th instant, an unfortunate native proceeding to the cavalry lines, where he is employed as a punka coolie, followed his course by the public road which runs past the Sudder Bazar in front of the mess-house of Her Majesty's 65th Regiment. He had scarcely reached this point when a couple of young officers in a dog-cart drove through the gate of the said building, followed by a ferocious looking dog. They stepped the cart, and such an inhuman scene as occured it has never been, nor may it ever be, my lot to behold. They hissed their dog on the poor coolie, who shrieked and entreated for mercy; but in vain; these young men, officers and supposed to be *gentlemen*, seemed to enjoy their brutal sport, which lasted fully ten minutes, and by this time the dog had played havock with the bare legs of the unfortunate man who was quietly going to his work. After seeing the poor follow severely bitten, these brave and gallant soldiers hurried away from the scene of their victory leaving the humble and inoffensive labourer to cry over the pain and suffering inflicted upon him at the instance of British officers, and which will, probably, deprive him of his daily earnings until such time as he may be able to attend to work. These facts are notified in the Sudder Bazar Police Thanah, and it is to be hoped that their publicity in your valuable journal will be the means of attracting the attention of the Major General Commanding the Division, and that ample redress will be the result to the unfortunate man who has been the victim of the cowardly-assault."

Comments on the above are superfluous. Such disgraceful conduct should meet with immediate and condign punishment.

THE BERARS.

(*Calcutta Statesman,*)

The profound hypocrisy of the pretences upon which we justify to ourselves our persistency in wrong-doing in India, receives a very fair illustration in a paragraph which appeared in yesterday's *Englishman* concerning the restoration of the Berars:—

"According to a contemporary, the proper way 'to rule the country in the fear of God' is to conciliate the Princes of India by handing over to native rule all the territory we ever acquired by doubtful means; and we are asked to make a beginning by restoring Berars to the Nizam. But whatever may be said about the strict morality of the proceedings which have given us the Empire of India, it seems to us that at this late hour of the day, we owe a duty to the people as well as the Princes of India; and if the retention of the Berars be in some degree unfair to the Nizam, the handing over to the Muhammadan Government of Haidrabad of multitudes of British subjects would be an injustice of the grossest kind. For generations and cultivators of the Berars have looked upon themselves as British subjects, and landed property in the Bears has attained its present value under the protection of British law and justice. We are asked by a professed philanthropist to rob the cultivators of all their rights and privileges under our law, and the land of most of its value, by making the Berars over to a native Government. Sir Salar Jung is an enlightened Minister, but he cannot make black white, nor prevent the Haidrabad cultivators from being oppressed by their Muhammadan rulers. When the Haidrabad ryot is placed on the same footing as his brother in the Berars, it will be time to think of a transfer of territory, but not till then."

In the first place, the writer is so tittle fitted for his task, that he has not the candour to state correctly what we have demanded. Is there no difference between our restoring to a Native Prince, territories that we admit belong to him, and that we confess to be administering only as a trust for the liquidation of a claim long since extinguished—and the "handing over to native rule all the territories we have ever acquired in India by doubtful means?"

What are we to say of a writer who has so little respect for truth, so tittle regard for the honour of his country, and so little for the requirements of honesty, that he can reply in this way, to the simple demand that we should restore to the Nizam the territories which we took from him not very many years ago, as a security for the debt he owed us, which debt has long been liquidated. The debt itself was a scandalously fictitious claim; and now, although it was long since satisfied, we are still to keep back the property which we compelled the Prince to mortgage to us. The *Englishman* [we are sorry for its name in this connection plainly does not know that we have not annexed the Berara, as the Nizam has persistently refused to alienate them, although we have used every means in our power of cajolery and threatening to make him do so. And now "the poor people," the poor people! How can we hand over "the poor people" to him? It is only charitable to suppose that the writer does not know what he is writing about. Over and over again, have we put forward this hypocritical pretence for justifying our coveting what does not belong to us. Every one, we should have thought, remembered that in the worst days of misrule in Oudh under the Nawabs, the emigration was always *from* our rule, that was such a blessing to the people, into poor, oppressed Oudh. Colonel Sleeman as an honest man warned the Government of Lord Dalhousie of this fact, and refused to be his instrument for the annexation. It was the same in Guzerat the other day, under the Gaekwar. The Land Revenue officers of Bombay were pointing out in 1871 that, though the Gaekwar's land assessments were *three times the weight of our own*, the people preferred his rule, and that the movement of the population was *from* our borders into his. And the very same disclosure had been made previously with reference to the emigration of our people *from* the Southern Mahratta Country into the Nizam's territory. Our self-love is so profound that we cannot believe it possible that our rule is anything but a blessing to the people. At this moment, they are emigrating from the Central Provinces into Gwalior, to escape the "blessings" of our rule.

The *Englishman* is heavily to blame for admitting such a paragraph into its columns. Observe the statement that—

"For generations the cultivators of the Berars have looked upon themselves as British subjects, and landed property in the Berars has attained its present value under the protection of British law and justice. We are asked by a professed philanthropist to rob the cultivators of all their rights and privileges under our law, and the land of most of its value, by making the Berars over to a native Government."

For generations! Why, we never set foot in the Berars until 20 years ago! Our contemporary should show a little more distrust of the gentlemen who favour him with leading articles, and who draw on their imagination for their facts.

THE SHOWER OF FLESH.

(*New York Herald, March* 15.)

One of the most singular and wonderful phenomena that have ever occurred in the modern world took place in Bath county, on Mudlick Creek, about seventeen miles east of this place, and a short distance from Gill's Sulpher Springs, and near the house of M. Crouch, abont two o'clock on the afternoon of Friday last, March 3. A shower of flesh fell from a clear sky, covering a space of one acre wide and two acres long, with little of flesh from one inch to two inches wide, and from an inch to three inches long, and half to three-fourths of an inch in thickness. From Friday till Monday evening the flesh still remained on the ground, and hogs and chickens picked it up and ate it. Hundreds of people visited the locality from Friday till yesterday, and were still going. Your correspondent talked with several reliable gentlemen who had seen a number of persons who had seen the strange sight, and hundreds of persons are willing to make affidavit to the above facts. The country for miles is filled with reports of this wonder. The people of the neighb urhood approached the flesh with a superstitious dread, the majority refusing to touch it. Mr. H. Gill, of Mudlick Springs secured a number of pieces for examination and chemical analysis, and, if possible, your correspondent will se u e a specimen and send it to Professor J. Lawrence Smith. I will endeavour to get all the facts and details, and write you again.

A SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE SUPPOSED FLESH

A SCIENTIST DECLARES IT TO BE DEAD FROG SPAWN.

Dr. J. Lawrence Smith, scientist, to whom was given

the specimens of flesh, has furnished the following report of his analysis :—

THE FOUR PIECES

furnished me by Captain Brent, of Mount Sterling-and Mr. Madden, of the *Courier-Journal*, were from oned half to one inch in size ; they had the appearance of drie, gelatinous matter of irregular shape, and were more or less coloured. Filaments were attached to the exterior. Under a feeble magnifying power the edges were translucent ; when heated in water the pieces became enlarged and more translucent. The dried pieces when cut across showed on the exterior a soft gelatinous substance without any fibrous structure.

UNDER THE MICROSCOPE

the parts that had dried showed an irregular filamentous structure. The dried pieces, when placed in a flame burned readily with the strong and well-known smell of animal matter. The pieces were examined carefully under the microscope, but there was not the slightest indication of any muscular fiber or other structure belonging to what is commonly known as animal tissue. In mymind this matter gives every indication of being

THE DEAD SPAWN

of the batrachian reptiles, doubtless that of the frog. They have been transported from the ponds and swampy grounds by currents of wind, and have ultimately fallen on the spot where they were found.

THE SPAWN THEORY EXPLODED.

A Bath county man, who gathered a bucketful of flesh, says the idea of its being spawn of batrachian or any other reptiles won't do, as their ova has no blood, traces of which were left visibly all over trees and fences. Dr. L. P. Yandell, Sr., of Louisville, remembers

A PREVIOUS FALL

of flesh in 1841, at Lebanon, Tenn., and will give particulars as soon as possible.

THE ROYAL TITLE.

(*Saturday Review.*)

Mr. Disraeli is responsible for the security of the Queen's dominions throughout the world. He has to survey the course of things on the widest scale. He has to see distant dangers and to meet them. On rare and great occasions he has to take the nation into his confidence, to rouse it from a deceptive sense of security, and to call on it to join him in carrying out those great, prompt, and effective measures by which serious and imminent evil is to be averted. What does he now find ? Russia on the borders of India, Tartary prostrate, unconquered Russia conquering the ancient savage conquerors of many generations, and all this under our modern system of railways and telegraphs, known to every one of our trembling native fellow-subjects. India is filled with terror, and with legitimate terror, for Russia, that hammer of Asiatics, is already knocking at her door. Most happily we have a way of setting everything right. We can keep Russia in her proper place ; we can tranquililize the fluttering spirits of the Hindoos. It is in vain that Russia is triumphant, and that India is despondent. Russia and India little know our resources. In the face of the threatening legions of Russia, and the cowering millions of India, we can do something effective, masterly, overpowering. We can give a lady a new name. How true it is that the art of government are far simpler than the foolish world imagines ! We have only to say "Empress," and Russia is checkmated and India happy. This is indeed pleasant, and it adds to our pleasure to think that the device is of almost universal application. There is China, for example. There are said to be four hundred millions of Chinese, and in China there is a general hatred of foreigners, and especially of Englishmen. If China could but collect its strength and dare to gratify its antipathies, its might make itself very disagreeable to us. The natives would know by railways and telegraphs what was impending, and Sir Strafford Northcote would discern "China" to be trembling on their lips. We could soon stop all that. We should at once begin to study names. We should discover that the Emperor of China was called the Child of the Sun and Lord of the Flowery Land. We could soon beat that. We should call the Queen the Daughter of the Solar System, which would at least give us the planets to the good, and Lady of the Botanical system generally, so that we should have the non-flowering plants to out credit. China would be scared, and the natives of India would be as proud of us as peacocks are of themselves. Very sanguine persons might even anticipate that "universal gravitation" and "cryptogams" would be seen trembling on native lips. Of course nothing great can be got without some risk. There is a chance of failure in the most statesmanlike schemes. It is not absolutely certain that our new and brilliant device will answer ; and its failure, like most failures, might place us in a worse position than before. The natives may notice that sounds do not stop cannon, and that a Russian bullet will have its billet whether the dusky sufferer who receives it calls with his dying lips on a Queen or an Empress. If the natives of India were like any other human beings, they might be expected to be thrown into a panic, rather than taken out of a panic, by Mr. Disraeli's statement. They would say to him, or rather murmur to him in their odd dumb way. We understood that Englishmen were not at all afraid of Russians, that they thought Russia rather weakened herself than strengthened herself by pushing forwards fast, and that to conquer Tartars was a very different thing from conquering Highlanders or Guardsmen. Now we find we were wrong, and that you yourselves are very much frightened ; and when we expected that, if you said you were frightened, we should be told not to fear, because you would and could fight hard, we are told to be easy because we may call the Queen by a new name. Alas ! this does not produce the promised effect. We make a great effort. We actually get the word 'Empress' out of our lips, and still we are not happy. You do not seem the person to save us ; but rather a remote shadowy, ineffectual sort of person, muddled in mind by corresponding with infants and poring over almanacs. This is bad for us and for you."

JONES'S TRAVELLING ALLOWANCE.

A MORE OR LESS TRUE TALE.

(*Bombay Gazette.*)

Jones was a young man ; scarce 22 indifferent years had passed over Jones's head, and he was in the Uncovenanted Service.

One never-to-be-forgotten month Jones's travelling allowance was cut.

The Supreme Government refused to pay Rs. 3, as. 2, pie 1, on the ground that Jones's addition and multiplication were faulty, as exemplified in his demand for travelling allowance by rail. Now, Jones had spent hours with a railway guide and a pencil, and he had hoped he was not defrauding the population of India in this matter.

Jones remonstrated, and his remonstrance was unanswered. He then went to the financial offices of Government, and woke up three able Brahmin financiers. They yawned, and scratched their heads with their pens, which they routed out from behind their ears for that purpose.

Jones said—"You've cut me Rs. 3, as. 2, pie 1. Why have you done so ?"

An able Brahmin financier replied, "You must write in officially."

Jones said—"I have written, and the valuable document is in your possession."

"Then you must write in officially, and say so," answered the still sleepy financier.

* * *

Ten years have now passed away, and the correspondence on the subject of Jones's travelling allowance has cost a large sum of money, but it is still as it was before.

Jones went again to the financial offices. There were three other financiers, who woke up and scratched their heads and yawned.

Jones said—"I want my travelling allowance—Rs. 3, as. 2, pie 1.

One financier said—"You must write in officially."

Jones said—"I have done so. My first letter was sent in ten years ago."

Another financier remarked—"You must write in, and say so (officially)."

* * *

Twenty years have now gone, and Jones will soon be fifty-five ; and being an experinced and valuable officer, will have to retire. He has not yet got his travelling allowance but is full of hope.

He went again to the financial offices. A grey-headed but still able Brahmin financier stopped his financings with a final snort, when Jones came in, yawned and scratched his head.

Jones said---"I want my travelling allowance---Rs. 3, as. 2, pie 1."

"You must write in officially," was the answer ; with which Jones was becoming familiar.

"For thirty years I have been writing in officially," said Jones, "and I am almost becoming impatient.'

'I think your name must be 'Jones '" said the financier. "I remember seeing some document referring to your allowance."

"So do I," answered the now excited Jones. "I can remember some few cartloads of documents on that subject."

"It has gone on to the Government of India," yawned a Brahminical but able financier from a corner.

"When will it come back ?" asked Jones.

"We can't say, sir, but it usually takes about the same time to come back as it does to go."

Jones went to his home, and resigned. He made a present of the money to the population of India.

* * *

Jones is now dead. An official letter has come to the Bombay Government, sanctioning the "disbursement" of Rs. 3, as. 2, pie 1, on account of travelling allowance due to Mr. Jones, of the Bombay U. C. S.

As Mr. Jones retired twenty years ago, and is no longer living, it cannot be paid to him.

A correspondence is therefore going on as to what is to be done with the money.

In twenty years more it may be settled.

THE POLICE AND THE WORKING OF THE CONTAGIOUS DISEASES ACT.

(*The Indiau Mirror*)

A most scandalous case of Police oppression has just been engaging the attention of the Deputy Commissioner and the Magistrate of the Southern Division. It was a case which was prose cuted under the Contagious Diseases' Act, the prosecutors being a Mahomedan Inspector and a Jamadar and the defendants, two helpless females, one of them being a married woman, and the other being under the sole protection of one person. On the night of Monday last, the prosecutors entered the defendants' house by force, and ruthlessly dragged them out, saying that they had carried on the business of common prostitutes without having first registered themselves. It may here be worthy of remark that the house in which these women were arrested, is not a registered brothel, as was admitted by the Inspector before the Magistrate, though before the Deputy Commissioner the Inspector deliberately and falsely stated that the house was a registered brothel. When arrested, the helpless women, with tears rolling down their cheeks, said that they were respectable persons that they never practised such a filthy and abominable profession, and that they would sooner sacrifice their lives than be common prostitutes. Their tears, their cries, their protestations, though capable of melting any heart, however hard, were of no avail in this intance ; and they were triumphantly hurried away to the local Thanah. Here their miseries commenced. Arrested at about 8 P. M., they were detained till after midnight, when they were released on Thanah bail. What took place during this unnecessary long interval, what influence was brought to bear on the unfortunate women to induce them to confess, what threats of bodily injury were held out, it may, perhaps, not be safe to mention, as none but the victims themselves can tell their own tale, their friends and relatives not being allowed to accompany them inside the Thanah. But fortunately the cruel force, as subsquently enacted, of extorting a confession, was witnessed at the Police compound by several respectable persons, who signed a written complaint, and handed it to the defendants' Pleader for presentation to the Deputy Commissioners. Though released on Thanah bail at midnight to make their appearance the following day at 10 o'clock, they were brought to the Thanah in the early morning, and, after being detained there till midday they were brought to the Police compound. The oracles were worked in an open room in which the Inspector has a small office, the spokesman being the wellknown Jamadar appointed under Act XIV. of 1868. Entering this room, the defendant's Pleader asked the Inspector to be allowed to have an interview with the women, but the request was flatly refused, the Inspector stating that the women had admitted having practised the profession of common prostitutes, and were willing to register themselves, and that if an interview were now granted, they would perhaps change their minds. In the meantime, four men, who had witnessed what had taken place, wrote out and signed a complaint against the Jamadar for presentation to the Deputy Commissioner. The complaint ran as follows : "The Jamadar under Act XIV, said to the two women in order to extort a confession of being common prostitutes, and to get them to register themselves : You had better confess and write your names. If you don't I'll send you to the Alipur Jail. There you will get a severe flogging with the cane. Write your names, and nothing will happen to you, but you will be released at once. If you don't confess and register yourselves, rest assured that if I don't put you under the Act, I will not keep this beard." The names of those who sign the above complaint are as follows, and we produce them for obvious reasons : Bisto Churn Mozumdar, Miah Jan, Mohurrum, and Aizimuddin Bariwala. The last person, under his own signature, makes another complaint, which is as follows. "The Jamadar also told me : You had better say that these women are prostitutes, If you don't say, and if this case is dismissed, I will put you into trouble." The above two complaints were put into the Pleader's hand for presentation to the Deputy Commissioner. Now comes the most important part of the whole business. Brought before the Deputy Commissioner, the two women are formally informed of the charge brought against them. They say (to the utter surprise of the Pleader and their sorrowing relatives). "Yes, *huzur*, we are common prostitutes. We have been practising this profession for some time.'

The Deputy Commissioner.---Do you wish to reger yourselves ?

The women.---"Yes *huzur*.

The Pleader looked astounded, as any lawyer would have looked ; and a triumphant smile played upon the face of the Inspector. In the meantime, the Deputy Commissioner recorded the admission of the women, and ordered them to be registered.

The Pleader.---I am instructed, Sir, to appear for these women, and to bring certain facts to your notice. I am sure you will give me a hearing.

The Deputy (after a pause).---But these women don't recognise you. They don't know whether you are their Pleader. Besides, they have admitted their offence, and wish to be registered.

The Pleader.—True, they don't know me. And what is the reason ? The Inspector refused to allow me to have an interview with them. I have been engaged by their relatives. The Police have acted in a most arbitrary and oppressive way in this matter. They have obtained the women's confession of the crime and their consent to register themselves, by means of coercion and threats of injury. This is a course of proceeding which no man could for a moment countenance. I hold in my hand a complaint signed by four respectable persons as to the doings of the Jamadar. Will you allow me to read it ?

The Deputy.—I will take no notice of the complaint. I can't allow you to read it. The women have cofessed their guilt before me, and they consent to register themselves.

The Pleader.—I submit Sir, that the confession is made through fear. My instructions are that case may be sent up before a Magistrate.

The Deputy.—I am always lenient with women of this class. When they are cought plying their trade without having first registered themselves, I never send them up before a Magistrate, if they agree to register themselves. If you wish, I'll send them up before a Magistrate.

The Pleader :—Yes, Sir. That's most desirable. But as the confession made before yon is sure to be put in evidence, I think it my duty to request you to ask these women whether the confession is made of their own free will and pleasure, or whether any coercion or threat of injury has been used.

The Deputy :—Very Well, I'll put the question.

The question was clearly put to them, and they replied as clearly that the confession was exorted out of them. They emphatically denied having ever been prostitutes, and they said that they would sooner give up their lives than be prostitutes. Before the Deputy Commissioner they made the confession through fear, as the Jamadar had threatened them, and here they related the threats.

The Jamadar stood aghast.

The Deputy Commissioner, after a long pause, ordered the Inspector to make further inquiries into the matter, and to bring up the women the following day.

The pleader informed the Court that the Inspector had detained the women in the Thanah most unnecessarily, although they were on bail. They were brought early in the morning, and kept till this hour, and no food was allowed to be given them. The Pleader hoped that this would not occur again, but that the women would be released without any delay, as the surety was present.

On Wednesday morning the Inspector again brought up the women before the Duputy Commissioner and said that he had got a Native who had given medicine to one of the women for a contagious disease.

The Deputy (to Pleader)—I think it best that the case should be sent up before a Magistrate, as it is very desirable that the matter should be fully inquired into.

The Pleader :—That's just what we want.

The case was accordingly sent up. The women denad the charge. The Inspector went into the box, and said that he prosecuted on information. Three witnesses were brought for the prosecution, and their evidence was so unsatisfactory that the Magistrate dismissed the case without calling on the defence to enter into their case. The witnesses turned out to be sailors' *dalals*, having no better occupation, and they could not explain how the Police managed to get them as witnesses, though they visited the women, as they alleged, once or twice only, and lived far away. In the meantime, the doctor who gave the medicine, evidently after hearing the cross-examination of the Inspector, was *non est*. The Magistrate remarked that this was an entirely trumped up case, and that it had never before been his lot to try a case in which the evidence was so unsatisfactory.

The Pleader for the defence observed that he regretted very much that the case had been dismissed at that stage as that debarred him from making some remarks which he intended making, and which would show the conduct of the prosecutors towards these unfortunate-women.

The *denoument* of this sad and disgraceful affair now remains to be told. After the case was dismissed, the witnesses whom the Inspector had cited, seized the women in the Police compound, and after assulting them ran away, thus showing the feeling with which the present prosecutiou was got up.

ACKNOWLEDGEMENTS.

SUBSCRIBERS.

	Rs.	As.	P
Secretarya Reading Room. Darampaory Salem	1	4	6
Prabhushanker Makanji Esqr., Dhrangadra, Kattywar.			0
K. Varaha Charry. Chedumbrum.	5	0	0
Ramchundra J. V. Esqr., Broach	0	8	0
M. S. Mootoosawmy Naidu Esqr., Tripotore.	5	0	0
Narayn Dhondoba Diwadkar Esqr., Bombay.	5	0	0
Secretary G. N. Library, Sanglee, Deccan.	5	0	0
Rajessary Hurry Dass Veharidass, Esqr., Karbary, Wadhawan.	5	0	0
H. H. Thakur Saheb Daji Raj Esqr. Wadhawan Rajcote.	5	0	0
His Highness the Heir Apparent Bahadoor Khanji Joonagur in Kattywar	5	0	0
Gopal Dass Engineer Class, T. C. E. College Roorkee.	2	8	0
Ambaram Kevalram Esqr., Secry. Bhooleshwar Library	5	0	0

Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.

সমালোচনা।

পুষ্পমালা। শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম, এ, প্রণীত। শিবনাথ বাবু বাঙ্গালার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। "পুষ্পমালায়" যে কবিতা গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা তাঁহার লেখনীর উপযুক্তই হইয়াছে।

নিসর্গ সুন্দুরী, শ্রীশারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এখানি কাব্য। পদ্য গুলি মন্দ হয় নাই।

ভারতে লিটন, শ্রীহরিমোহন রায় প্রণীত। এখানিও পদ্য। ইহা আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। যুবরাজের এদেশে আগমনোপলক্ষে আমাদের কয় জন প্রধান কবি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যুবরাজ সম্বন্ধীয় কবিতার স্রোতে দেশ প্লাবিত হইল। যুবরাজের উদ্দেশে যদি কবিতা লিখিত না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা "ভারতে লিটন" কাব্য দেখিতে পাইতাম না। কেন না "ভারতে মেয়ো" কি "ভারতে নর্থব্রুক" কাব্য আমরা দেখি নাই। "ভারত ভিক্ষা" প্রভৃতি কাব্য সময় মত কতকটা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু 'ভারতে লিটন' কাব্যের কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি, শ্রীকিশোরীমোহন রায় চৌধুরি কর্তৃক প্রকাশিত। 'স্মার্ত্ত প্রবর' রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সংকলিত স্মৃতির মূল ও অনুবাদ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া খণ্ডে২ প্রকাশ হইবে। প্রকাশক প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে তিনি ক্রমে হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ এই রূপে প্রকাশ করিবেন। আমরা কায়মনে বাসনা করি যে তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হউন।

পকেট অভিধান। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত প্রকাশিত। আমাদের বিবেচনায় এ অভিধান খানি বিস্তর ব্যবহারে আসিবে। ইহার মূল্যও অল্প।

বিজ্ঞাপন।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মূল্য ।১০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার

মূল্য /৫

শ্রীকাকর চাঁদ বসু দেব

৫৪ নং হাটখোলা।

৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

NOTICE.

Wanted a situation in Town as Khachanchee on deposit of security money, by a respectable native gentleman of varied experience and good character. Please address to A. B. care of the Printer.

গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট রিকেটস সাহেব চুয়াডাঙ্গা মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। চুয়াডাঙ্গার মঃ স্কাইন সাহেব ৭ হপ্তার বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নোক্ত পোলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গণের পদ উন্নতি হইল।

ষ্টাক সাহেব এবং হিচিন্‌স সাহেব প্রথম শ্রেণীর, প্লাটস সাহেব উইফ্রা সাহেব, মেজর হিউম এবং ব্যাম্বর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর, বাবু জগদীশ নাথ রায় আবিস সাহেব, বেল্লয়ার সাহেব এবং আর্নলি সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর, জেনিংস সাহেব, জেমস সাহেব, বিচি সাহেব, হারিস সাহেব, ফ্রেবেত সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর পোলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

বাবু উপেন্দ্র নাথ ঘোষ দ্বিতীয় আজ্ঞা পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ডাণ্টুন মহকুমার মুনসিফ হইলেন।

বাবু হরি প্রসাদ দাস দ্বিতীয় আজ্ঞা পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের গরবেতা মহকুমায় মুন্সফ পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু অশ্বিনী কুমার গুহ বর্দ্ধমান জেলার বিষ্ণুপুর মুনসফির পদে নিযুক্ত হইলেন।

সংবাদ

—টেম্পল সাহেবের ন্যায় পর্য্যটক আজ কাল অতি কম দেখা যায়। এই গ্রীষ্মের সময় সকলই ত্রাহি২ মধুসূদন করিতেছে, কিন্তু লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর দারজিলিং যাত্রা করিয়া মজফ্ফাপুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সত্বর তিনি দারজিলিঙ্গে গমন করিবেন।

—ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত মেবলিকার নামক স্থানে এক রূপ পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। এ রূপ পীড়া কেহ কখন দেখে নাই। ইহা ওলাউঠা ও বসন্ত অপেক্ষাও ভয়ানক। পীড়িত ব্যক্তির চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে এবং বোধ হয় যেন উহা ছুটিয়া বাহির হইল, মাথা কাঁপিতে থাকে, বমন হইয়া শরীরের কষ্ট ভয়ানক বৃদ্ধি করে, কখন২ মুখ দিয়া গাঁজলা বাহির হয় এবং যেন কিছু ধরিবার নিমিত্ত হাত ছুটিতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

—পাঠকগণের স্মরণ আছে যে, প্রায় তিন বৎসর হইল চ্যাঙ্গ নামক এক জন চিনবাসী এখানে আইসে। ইহার ন্যায় লম্বা মনুষ্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু আর এক জন চিনবাসীকে সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এ ব্যক্তি চ্যাঙ্গ অপেক্ষাও লম্বা। ইহার দৈর্ঘ্যতা ৭ ফিট ৩ ইঞ্চ এবং ভারত্ব ১৪৮ সের। চ্যাঙ্গ অপেক্ষা এ আড়াই ইঞ্চ লম্বা। এক জন ইটালীবাসী ইহাকে প্রদর্শন করিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। এ ব্যক্তির শরীরও যেমন আহারও তেমনি। প্রায় আদ মোন চাউলের ভাত সে অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে।

—কিছু দিন হইল প্যারিসে এক ব্যক্তি একটি বোতলের সিপি গিলিয়া ফেলে। কয়েক জন ডাক্তার একত্রিত হইয়া উহার উদর কর্ত্তন করিয়া সিপিটি বাহির করিয়াছেন।

—দরিদ্রতায় মনুষ্যকে যে কত রূপ কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিছু দিন হইল ফ্রান্সে এক ব্যক্তি একটি ভয়ানক নৃশংস কার্য্য করে। তাহার তিনটী সন্তান হয়, কিন্তু তাহাদিগকে সে ভরণ পোষণ করিতে পারে না। এক দিন সে কনিষ্ট সন্তান দ্বয়কে একটী নদী তীরে লইয়া গিয়া জল মধ্যে তাহাদিগকে নিঃক্ষেপ করে এবং তাহারা জল মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। সে বাড়ি আসিয়া প্রকাশ করিয়া দেয় যে, এক দল যাত্রাওয়ালা তাহার সন্তান দুটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং পুলিসেও ঐ রূপ এজাহার দেয়। ইতি মধ্যে উহাদের মৃত দেহ ভাষিয়া কূলে লাগে এবং অনুসন্ধান করিতে২ বাহির হইয়া পড়ে যে, তাহাদের পিতা কর্ত্তৃক তাহারা হত হইয়াছে। হত্যাকারী যাবজ্জীবন কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে।

—সালোনিকা নামক স্থানে তুরুস্ক ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক জন গ্রীক যুবতী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। খৃষ্টানেরা তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করায় এই রূপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফারাসী এবং জারম্যান রাজ দূত তুরুস্কদিগের কর্ত্তক হত হইয়াছে। তুরুস্ক গবর্ণমেণ্ট যদি হত্যাকারীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তুরুস্ক রাজ্য ছার খার যাইবে।

—জাপান গবর্ণমেণ্ট আজ কাল সকল বিষয়ের উন্নতি করিতেছেন। আসামে যে কৃষ্ণবর্ণ চা প্রস্তুত হইয়া থাকে উহা অতি উৎকৃষ্ট। কি রূপে এই চা আবাদ ও প্রস্তুত করিতে হয় ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বার জন জাপানবাসী যুবককে জাপান গবর্ণমেণ্ট এ দেশে প্রেরণ করিতেছেন। ইহারা সত্বর ভারতবর্ষে আগমন করিবে।

—এ দেশীয় রাজাগণ যুবরাজকে যে বিপুল অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন তাহা বোধ হয় বিফলে যাইবে না। লর্ড লিটন যুবরাজের সহিত পথে দেখা করেন। যুবরাজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যে, যাহাতে ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারীগণ দেশীয় রাজাদের সহিত কোন রূপ অসদ্ব্যবহার না করেন তাহার প্রতি যেন তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। যদি প্রকৃতই যুবরাজ আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেলকে এই রূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এ দেশ আগমনে যে একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

—খৃষ্টান মিসনরীদিগের অধ্যবসায় ও যত্ন দেখিলে প্রকৃত বিস্ময়ের উদয় হয়। চিন রাজ্যে ইহারা এত কষ্ট, এত অপমান সহ্য করিতেছেন, এমন কি ইহাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, তথাচ ইহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহাদের যত্ন কতক সফল হইয়াছে। টিণ্টসিন নামক স্থানের অনেক গুলি চিন খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

—কিছু দিন হইল মিরজাপুরের নিকট এক খানি রেলওয়ে শকট উলটাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়া ছিল। ইহাতে বিস্তর লোক ছিল এবং যদি কোন দুর্ঘটনা হইত তাহা হইলে ইহাদের অধিকাংশ যে হত ও আহত হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, রেল রাস্তার উপর এক খানি বৃহৎ প্রস্তর ও এক খানি কেদারা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। উহা বাধিয়া রেল শকটে এ রূপ ঝাঁকি লাগে যে, অনেকে একটী দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

—শুদ্ধ বাঙ্গলায় নয়, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও মৃত্যু সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর মার্চ মাসে এ অঞ্চলে ৩৭১৩১ জন লোক প্রাণ ত্যাগ করে। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে ৫৪৪৪২ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরেই অধিকাংশ লোক মরে। বসন্ত ও ওলাউঠায়ও বিস্তর লোক প্রাণ ত্যাগ করে।

—বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহাতে কতক গুলি কৌতুকজনক বিষয় লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই ব্রাহ্মণদিগের মৃত্যু সংখ্যা অতি কম। ইহারা তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন না, তবু ইহাদের সহস্রের মধ্যে ২০ জন মাত্র মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। বোম্বাইয়ের ফিরিঙ্গিরা তত বলবান জাতি নয়, কিন্তু ইহাদের মৃত্যু সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম। হাজারের মধ্যে ২১ জন ফিরিঙ্গির মৃত্যু হয়। ফিরিঙ্গির পর পার্সিদের মৃত্যু সংখ্যা কম। প্রত্যেক হাজারে ২৪ জন পারসির মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ইউরোপীয়েদের ন্যায় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য-নিয়ম-পালক জাতি ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ে ইহাদের মৃত্যু সংখ্যা সকল অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ এক হাজার ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩২ জন মানলীলা সংবরণ করেন। মুসলমানদের মৃত্যু সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা কিছু কম।

—পূর্ব্বে এ দেশীয় ইতর শ্রেণীর লোকে ইংরেজদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। এক্ষণ শুদ্ধ ইহাদের ভক্তি কমে নাই, সুযোগ পাইলে ইংরাজদের প্রতি ইহারা অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করে না। গত শুক্রবারে খিদিরপুরের একটী যুবতী মেম অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া ছিলেন। ইহার স্বামী কার্য্যানুরোধে মাঝে২ কর্ম্ম স্থানে অবস্থিতি করিতেন। বাটীতে এক জন দাসী ও এক জন দেশীয় খানসামা থাকিত। মেম সাহেব রাত্রি শয়ন করিয়া আছেন ইতি মধ্যে খানসামা তাহার শয়ন গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। চাকরাণী ইহা জানিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং কিছু ক্ষণ চীৎকারের পর প্রতিবেশীগণ উপস্থিত হয়। লোকের সমাগম দেখিয়া খানসামা মেম সাহেবকে ছাড়িয়া দেয় এবং পলায়ন করিবার চেষ্টা করে কিন্তু সে ধৃত হইয়া পুলিশের হস্তে অর্পিত হয়। আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহাকে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

—মধ্য ভারতবর্ষে যেরূপ বন্য জন্তুর প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষের অতি কম স্থানে এত জন্তু দেখা যায়। যাহাতে এখান হইতে হিংস্র পশু কুল নির্মূল হয়, গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত বিশেষ যত্নশীল আছেন। বৎসর২ যত বন্য

জন্তু হত হয় তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হয় এবং জন্তু হত্যাকারীগণকে কি পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হয় তাহাও লিখিত হইয়া থাকে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের প্রথম ছয় মাসে ১২৭টী ব্যাঘ্র, ৩৭০ চিতা ও কৃষ্ণ ব্যাঘ্র, ১৭৮ ভল্লুক, ৯১ নেকড়িয়া, এবং ১৭৭ হায়েনা বাঘ হত হয়। গবর্ণমেণ্টের ৮৪৭১ টাকা ব্যয় পড়ে। দ্বিতীয় ছয় মাসে ৭১ ব্যাঘ্র, ২৬৫ চিতা ও কৃষ্ণ ব্যাঘ্র, ৯৭ ভল্লুক, ৫৭ নেকড়িয়া, ৯৪ হায়েনা, এতদ্ভিন্ন ১৮২টী অন্যান্য জানোয়ার, এবং ৬৪৯১টী সর্প বিনষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে ৫০৩৮ টাকা ব্যয় পড়ে। উক্ত বৎসরের শেষ ছয় মাসে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ৫৫ জন মনুষ্য এবং ১৬১২টী গো, ছাগ, ইত্যাদি, চিতা ও কৃষ্ণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ২০ জন মনুষ্য ও ৯০৯টী গো। ছাগ ইত্যাদি, ভল্লুক কর্ত্তৃক ৩ জন মনুষ্য ও ১৫টী গো ছাগ ইত্যাদি, নেকড়িয়া কর্ত্তৃক ৩ জন মনুষ্য, ৬২৩৯টী গো। ছাগ, হায়েনা কর্ত্তৃক ১৩৮টী গো। গাছ, অন্যান্য জন্তু কর্ত্তৃক ৩৯ জন মনুষ্য ও ১৯২টি গো। ছাগ, এবং সর্প কর্ত্তৃক ৪৯৭ জন মনুষ্য ও ৪০১টি গো। ছাগ ইত্যাদি হত হয়। অর্থাৎ গত বৎসরের শেষ ছয় মাসে বন্য জন্তু ও বিষাক্ত সর্প কর্ত্তৃক মোট ৬১৭ জন মনুষ্য ও ৩৫৩৬টী গো ছাগ ইত্যাদি বিনষ্ট হয়।

—মান্দ্রাজে এক রূপ চক্ষু পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকে ইহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে এবং মান্দ্রাজের হস্পিটাল গুলিতে এই রোগাক্রান্ত বিস্তর রোগী উপস্থিত হইতেছে।

—এখন যে সমুদায় কাগজ ছাপাইতে হয় তাহা না ভিজাইয়া লইলে ছাপা উঠে না। কিন্তু কাগজ ভিজাইয়া লওয়াতে একটু ক্ষতি হয়। শুষ্ক কাগজ যেরূপ পরিষ্কার ও সমান থাকে ভিজাইলে উহা সে রূপ থাকে না। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ স্পালডিং এণ্ড হজ সাহেব এক রূপ কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা না ভিজাইয়া মুদ্রাঙ্কণ করা যাইতে পারিবে। সুতরাং ছাপা পরিষ্কার করিবার আর একটী সুবিধা আবিষ্কৃত হইল।

—খাইবার পাসের নিকট আফ্রিডিস নামক এক জাতীয় পর্ব্বতবাসী আছে। উহারা ইংরেজ রাজ্যে আসিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতে ছিল। তাহাদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত কতক গুলি ইংরেজ সৈন্য খাইবার পাসের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল ইহাদিগকে নিশানা করিয়া একটী কামান ছোড়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কামান ফাটিয়া তিন জন ইংরেজ সৈন্য হত হয় এবং শত্রুগণ ইহা দেখিয়া হাস্য ও নিত্য করিতে ২ চলিয়া যায়।

—আমেরিকার মহাসভায় একটী নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মহিষ রক্ষা করা। আমেরিকায় অনেক শিকারী আছে। তাহারা অনর্থক বিস্তর মহিষ বধ করে। এমন কি এক ব্যক্তি শুদ্ধ আমোদার্থে তিন মাসে ২৮ হাজার মহিষ শিকার করে। যাহাতে এই রূপ নির্ব্বিশেষ মহিষ হত্যাকাণ্ড না হয় এই আইনটী সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছে। আইনে এই রূপ ধারা থাকিবে যে, কেহ বন্য স্ত্রী-মহিষ হত্যা করিতে পারিবেন না এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পুরুষ-মহিষের অধিক যদি কেহ বধ করেন তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। এই উভয় বিধ অপরাধের দণ্ডের পরিমাণ ২০০ টাকা জরিমানা কিম্বা এক মাস মেয়াদ। যাহাতে এদেশে গো হত্যা না হয় এরূপ একটী আইন করাও বিধেয়।

—পাওনিয়ার বলেন যে, মহারাণী বিকটরিয়া 'ভারতেশ্বরী' উপাধি ধারণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের পদের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। ইনি যে গবর্ণর জেনারেল সেই গবর্ণর জেনারেলই থাকিবেন এবং ইহার উপাধি, পদ কি সম্মানের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হইবে না।

—ইংলণ্ডে এক রূপ নূতন আমোদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে 'স্পেলিং বি' বলে। অনেকে সমবেত হইয়া বসিয়া এক জনকে সভাপতি করা হয়। তিনি কঠিন২ শব্দের বানান করিতে বলেন এবং যিনি তর্ণ ও শুদ্ধ বানান করিতে পারেন তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই আমোদ ইংলণ্ডে এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান২ সভ্যগণও একত্রিত হইয়া 'স্পেলিং বির' সভায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই আমোদের ঢেউ ভারতবর্ষে আসিয়াও লাগিয়াছে। কিছু দিন হইল মান্দ্রাজে এক জন পাদরী সাহেবের বাটীতে একটী 'স্পেলিং বির' সভার অধিবেশন হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ উপস্থিত হন। স্পেলিঙ্গে হিন্দুরা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন।

—রুসিয়রা এক্ষণ প্রকাশ্যরূপে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ইংরেজদের সহিত তাহারা আজ হউক কাল হউক যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে তাহাদেরই নিকট হইতে তাহারা যুদ্ধ করিবার উপকরণ সকল কিনিয়া লইতেছে। ভ্যানিটি ফেয়ার নামক এক খানি ইংরেজী সংবাদ পত্র বলেন যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে রুসিয় গবর্ণমেণ্ট ৩০ লক্ষ টোটা ক্রয় করিবার আদেশ করিয়াছেন। তিন মাসে তাহারা এই টোটা গুলি প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ভিন্ন রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রতি দিন বিস্তর টোটা প্রস্তুত হইতেছে।

—কলিকাতা প্রাণী বাটিকার নিমিত্ত দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

—পারস্যের রাজা ইউরোপের মোহিনী মূর্ত্তি আজিও পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার এক পুত্রকে ইউরোপে প্রেরণ করিতেছেন। ইহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। ইনি সত্বর পারিসে উপস্থিত হইবেন এবং সেখান হইতে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজধানী দর্শন করিবেন। আসিয়ার রাজাগণ যদি ইউরোপীয় সমাজের সহিত ক্রমে ঘনিষ্টতা স্থাপন করেন এবং ক্রমে পশ্চিমাঞ্চলীয় সভ্যতা ও জ্ঞানালোক স্ব স্ব দেশে আনয়ন করিতে পারেন তাহা হইলে যে তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের কত উপকার করিতে পারেন তাহা বলা যায় না।

—ব্রহ্ম দেশীয় বন্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এক রূপ বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা এক জাতীয় পাইন বৃক্ষ। উহা হইতে উত্তম তারপিন তৈল বাহির হইয়াছে। সালুইন পর্ব্বত ও টঙ্গর উত্তরে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তথায় এই বৃক্ষ সকল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায়। এই আবিষ্কার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ হওয়ার সম্ভাবনা।

—পাটিয়ালার মহারাজার অস্থি অত্যন্ত জাঁক জমকের সহিত হরিদ্বারে প্রেরিত হইয়াছে। তথায় গঙ্গার পবিত্র জলে উহা নিঃক্ষিপ্ত হইবে। মৃত মহারাজা স্বয়ং যে সকল অশ্ব, হস্তি, হাওদা, গাড়ি, স্বর্ণ মণ্ডিত বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন তাহা সমুদায় ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে বিস্তর অর্থ দান করা হইয়াছে।

—লম্বারডির অন্তর্গত সম্মা নামক স্থানে একটি সাইপ্রেস বৃক্ষ আছে। অনেকের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর মধ্যে এটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বৃক্ষ। শুনা যায় যে, যীশুখৃষ্ট যে বৎসর জন্ম গ্রহণ করেন এই বৃক্ষটীও সেই বৎসর জন্মে, সুতরাং লোকে ইহাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতে এক ফুট উর্দ্ধে ইহার বেড় ২৩ ফিট। ইহা ১২৩ ফিট লম্বা। প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান সিম্পলন পাস দিয়া যখন একটী সরল রাস্তা প্রস্তুত করিবার সংকল্প করেন তখন এই বৃক্ষটী সম্মুখে পতিত হয়, এবং পাছে এই বৃক্ষটীর কোন রূপ ক্ষতি হয় এই উদ্দেশে তিনি রাস্তাটী বক্র ভাবে প্রস্তুত করেন। ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ গাছ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত যে রূপ পবিত্র ভাবের সংস্রব আছে এ রূপ বোধ হয় আর কোন বৃক্ষের নাই। সম্মাবাসীরা বৃক্ষটীকে অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে এবং ইহার এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় যে আরো দীর্ঘকাল ইহা জীবিত থাকিবে।

—আমরা বাঙ্গালোর একজামিনার নামক পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, মহীসুরের যুবরাজের ইজ্জি মধ্যে ভারি বিপদ গিয়াছে। তিনি দোলনায় ঝুল খাইতে ছিলেন এবং হঠাৎ পতিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হন। এবার বোম্বাইয়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনার্থ যত দেশীয় রাজা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মহীসুরের রাজার চেহারা দেখিয়া সকলে অধিকতর চমৎকৃত হইয়া ছিলেন। ইনি যেরূপ বুদ্ধিমান তেমনি তেজস্বী। ইহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরের অধিক নয়।

—আগরা জেলের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টাইলার সাহেব উইলিস সাহেব নামক এক জন উকীলকে "স্কাউনড্রেল" অর্থাৎ বদমায়েস বলিয়া গালি দেন। উকীল সাহেব এই অপমান সহ্য করিয়া আদালতে টাইলার সাহেবের নামে নালিশ করেন। মাজিষ্ট্রেট টাইলার সাহেবকে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন এবং ইহার অর্দ্ধেক উকীলকে সম্মানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করিতে আদেশ দিয়াছেন। জেল অধ্যক্ষগণের নিয়তই কয়েদী ও বদমায়েসগণের সহিত সহবাস, সুতরাং তাহাদের স্বভাব যে কতকটা কলুষিত হইবে তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে, এবং যাহাতে তাহাদের এই স্বভাব বদ্ধমূল না হয় এরূপ শিক্ষা মাঝে ২ তাহাদিগকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বোধ হয় টাইলার সাহেব আর কখন কোন ভদ্র লোককে অপমান করিবেন না এবং অন্যান্য জেল অধ্যক্ষগণও হয়ত তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকটা জ্ঞান লাভ করিবেন।

—যে গোরা সৈন্য তিন জন দেশীয় সৈন্যকে কাওয়াজ করিবার সময় সাহজাহানপুরে গুলি করিয়া বধ করে তাহার নাম ম্যাগ্রাথ। নর হত্যা অপরাধে আলাহাবাদ হাইকোর্টে ইহার বিচার হইতেছে।

—সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, এযাবৎ ২৫৪০ জন সম্রাট রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাদিগের ২৯৯ জন সিংহাসনচ্যুত হন, ১৫১ জন হত হন, এক শত জন যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, কুড়ি জন আত্ম হত্যা করেন, এগার জন উন্মাদ অবস্থায় মানব লীলা সম্বরণ করেন, ৬১ জন সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, ১২৩ জন বন্দী হয়েন, ২৫ জন স্বদেশের জন্য জীবন দান করেন, ৬২ জনকে বিষ খাওয়াইয়া খুন করা হয়, এবং ১০৮ জনের বিচার হইয়া প্রাণ দণ্ড হয়।

—সোন ক্যানাল নামক বেহারে যে খাল খনন হইয়াছে উহার জল যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের উট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু এই ট্যাক্সের দরুন লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন হইতেছে। বেহার হেরাল্ড বলেন যে, খালের ধারে যে সকল অধিবাসীগণ বাস করে তাহাদের অত্যন্ত জল কষ্ট হওয়ায় তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের নিকট জল প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন তাহারা জল প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদের জলের প্রায় কোন আবশ্যক হয় না, কারণ তখন রৌদ্রে শস্য ক্ষেত্র সমুদয় শুকাইয়া গিয়াছে। এক্ষণ কর্ম্মচারীগণ প্রজাদের নিকট বিঘা প্রতি ২।০ টাকা জলকর চাহিতেছেন, প্রজারা বলিতেছে যে, খালের জল দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় নাই, সুতরাং তাহারা ঐ কর দিতে বাধ্য নয়। ইহার মীমাংসা এখনো হয় নাই, কিন্তু বিঘা প্রতি জলকর ২।০ টাকা ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রজারা নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন যাইবে।

—দক্ষিণ মান্দ্রাজে একটি চুরুটের কারখানা হইতেছে। একটু পরিশ্রম করিলে ভারতবর্ষে উত্তম তামাক প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং এখানে যদি উত্তম তামাক হয় তাহা হইলে এ দেশের ধন বৃদ্ধির একটি সুন্দর উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমেরিকায় যেরূপ তামাক হয় এখানেও ঠিক সেই রূপ তামাক প্রস্তুত করা যাইতে পারে!

প্রেরিত।

ই, আই, রেলওয়ে ভ্রমণ।

সম্পাদক মহাশয়, গত ১লা এপ্রেল তারিখে আমি সপরিবারে এলাহাবাদ হইতে হাবড়া আসিতে ছিলাম, পথি মধ্যে রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময়, পাটনা ষ্টেশনে ২ জন লোক প্রায় ২৫০০০ পঁচিস সহস্র টাকা লইয়া আমরা যে গাড়িতে ছিলাম সেই গাড়িতে আরোহণ করিল। পরিশেষে মেয়াজান নামে আর এক ব্যক্তি আমাদিগের গাড়িতে চড়িল। শেষোক্ত ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র আমার ও আমার সঙ্গী দ্বয়ের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। তখন পাটনার ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হাতে সেলাম করতঃ ইংরাজি ভাষায় কহিলাম 'হুজুর আমাদের সঙ্গে টাকা আছে আর এই ব্যক্তিকে চোর বলিয়া বোধ হইতেছে অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে অন্য গাড়িতে উঠাইয়া দিলে ভাল হয়'। সাহেব কহিলেন 'জল্‌দি গাড়িমে উঠ আবি ছোড়েগা'। আমরা ভয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ি চড়িলাম ও কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথি মধ্যে উপরিউক্ত মেয়াজান চুরি করিবার নিমিত্ত নানা বিধ চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু আমার সঙ্গী দ্বয়ের সাবধানের নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইতি মধ্যে ট্রেন ফতুয়ায় পৌছিল। ষ্টেশন দেখিয়া আমাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। গাড়ি থামিবামাত্র ষ্টেশন মাষ্টারকে স্ব স্ব মনোবেদনা নিবেদন করিলাম। ষ্টেঃ মাষ্টার কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতে আমরা নিতান্ত হতাশ হইলাম। তদনন্তর ট্রেন বক্তিয়ারপুর পৌঁছিলে আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাদিগের ভয়ের কারণ ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ইতি মধ্যে ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। আমি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিলাম 'সাবধান ও সতর্ক থাকিলে কোন ভয় নাই। রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা কেহ কাহার কোন উপকার করে না। দুই বার দেখিয়া কি প্রতীতি হইল না।' তাহারা আমার কথা না শুনিয় ষ্টেশন মাষ্টারকে এই কথা বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়াজানকে সেই গাড়ি হইতে নামাইয়া দিলেন। কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। মেয়াজানকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিলেন। আমি ইহার এই সৌজন্যতা দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলাম, ইনি বক্তিয়ারপুরের আসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, নাম বাবু গিরিজা ভূষণ ভট্টাচার্য্য। ২৭এ এপ্রেল তারিখে বাড়ের ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের নিকট মেয়াজানের মোকর্দ্দমা হয় ও তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ২ বৎসর মেয়াদ ও ৩০ বেতের হুকুম হইয়াছে।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের অনেক ভদ্র সন্তানদিগকে রেল যোগে গমনাগমন করিতে হয় ও ট্রেনে পদে২ বিপদের সম্ভাবনা। অতএব আপদ কালে তাহাদের যেন স্মরণ থাকে যে বক্তিয়ারপুরে গিরিজা বাবুর নিকট স্বীয় দুঃখ জানাইলে যথোচিত প্রতিফল হইবে।

মদাপুর ৬ই মে ১৮৭৬ } ভবদীয় একান্ত বশম্বাদ। শ্রীভবচরণ দত্ত

অযোগ্য ভুম্যধিকারী সম্বন্ধে আইন।

অযোগ্য ভুম্যধিকারি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সকল আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, জন সাধারণ এযাবৎ তৎ প্রতি প্রকাশ্য মত ব্যক্ত করে নাই, করিবারও আবশ্যক ছিল না। কারণ, নাবালকদিগের প্রকৃত মঙ্গলই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারায় প্রকাশ যে, নাবালকগণ স্বার্থপর কার্য্যকারকগণের তত্ত্বধানে থাকিয়া কেবল মুর্খ ও অসচ্চরিত্র হয়, ও সেই সকল লঘুচেতা কার্য্যকারকগণ নাবালকের সম্পত্তি নষ্ট করে। যাহাতে নাবালকগণ স্ব স্ব পদ ও অবস্থানুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য, ও তাহাদিগের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা ও সম্পত্তি চালানর ভার আপন স্কন্ধে লইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, নাবালকগণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভুম্যধিকারিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যাদৃশ আচরণ করিতেছেন তাহাতে সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ১৭৯৩। ১০ আইনে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম নাবালকীর সীমা বলিয়া ধার্য্য ছিল; এটী সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী। কিন্তু ঐ ১৭৯৩ অব্দেই গবর্ণমেণ্ট ২৬ আইন দ্বারা নাবালকী ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। যদিও আবহমান কাল হইতে ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে এ দেশে প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়া রীতি; কিন্তু তাদৃশ অল্প বয়সে বহুল ভুমি সম্পত্তির ভার হস্তে না দিয়া, আঠার বৎসরে বয়সে সাবালক হওয়ার নিয়ম করা অসঙ্গত হইয়াছিল না। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আঠার বৎসর বয়সে সমস্ত মানসিক বৃত্তি সম্যক বিকসিত হয়, এবং তৎকাল পর্য্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিলে, কার্য্যোপযোগী কেন, উত্তম শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ৮২ বৎসরের ভুয়োদর্শনের পর গবর্ণমেণ্ট কি জন্য এই ন্যায্য বিধি পরিবর্ত্তন করিয়া ২১ বৎসরের আইন প্রচার করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা না থাকিলে বিজাতীয় গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না। এই মত অবলম্বন করিয়া ১৭৯৩ সালের ১০ আইন প্রস্তুত হয়, এবং এই মতানুসারে হিন্দু ও মহম্মদীয় দায় ভাগ স্থিরতর থাকে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ দৃঢ়মুল হইয়াছেন বলিয়া হউক আর যে কারণে হউক, দেশীয় সমাজের উপর বিষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছেন।

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম যে, সমাজ বৈকল্যের সম্ভাবনা থাকিলে গবর্ণমেণ্ট সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম, নতুবা না। যদি ১৮ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন ভুম্যধিকারী স্বীয় সম্পত্তি নষ্ট করিত, অথবা ঋণে জড়ীভূত হইত, আর গবর্ণমেণ্ট যদি জানিতে পারিতেন যে, অপক্ক বুদ্ধি নিবন্ধন তাহাদিগের তাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে দোষ দিতাম না, কিন্তু তদ্রূপ দৃষ্টান্ত আমরা আদৌ দেখিতে পাই নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি সময়ে২ আত্ম বিস্মৃতি হয়েন তবে আমরা নাচার! শীত প্রধান ইংলণ্ডের যুবকগণ যদি ১৭ অথবা ১৯ বৎসর বয়সে একটী বৃহত দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা হইবার উপযোগী বিদ্যাভ্যাস করিয়া ২০ বৎসর বয়সে প্রজা পালন ভার গ্রহণে পারগ হয়েন, তবে গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবাসীরা কি ১৮ বৎসর বয়সে ক্ষুদ্র একটি জমিদারী চালাইতেও অক্ষম?

নূতন প্রাপ্তব্যবহারত্বের আইনের একটী ভাবী ফল নিতান্ত ভয়ানক। এদেশীয় ধনীগণ গড়ে ৪১। ৪২ বৎসরের অধিক কাল জীবন ধারণ করেন না। সুতরাং এই আইন প্রবল থাকিলে নাবালকী অবসান হইবে না। প্রত্যেক ভুমি সম্পত্তি পাকতঃ পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টের হস্তে পড়িবে। এটী জমিদারগণের অন্তক স্বরূপ। আমাদিগের বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টের রসনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল দেখিয়া লালা সম্বরণ করিতে অক্ষম। যদি তাহা হয়, স্পষ্টরূপে জমিদারী খাস করিয়া লইলে কোন কথা থাকে না। ক্রমে ক্ষত করিয়া লবণ প্রয়োগ করার আবশ্যক কি? আর, আমাদিগের অনুরোধ এই যে, গবর্ণমেণ্ট বিজয়ন গ্রামের মহারাজকে একটি ডেপুটিগিরী দেন।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, নাবালকগণকে অবস্থানুরূপ ও কার্য্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু অনবধানতা প্রযুক্ত তাহার কিছুই হয় না। নাবালকগণ না ইংরাজি না বাঙ্গলা শিখিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া কোন নাবালক এযাবৎ সামান্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যেও প্রস্তুত হইতে পারে নাই। এটি গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কম শ্লাঘার বিষয় নহে। বস্তুতঃ যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে, নিতান্ত সরস্বতীর বর পুত্র না হইলে, সামান্য মানব কখনও কৃতবিদ্য হইতে পারে না। নাবালকগণকে মাতৃ ভাষা ও জমীদারী কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কোন শিক্ষক নিযুক্ত নাই, কিন্তু বিলিয়ার্ড খেলা, চিত্র করা ইত্যাদির জন্যে অনেক শিক্ষক আছে। নীতি শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা নাবালকগণ স্বপ্নেও জানে না; বরং অনেক গুলি কুরীতি নীতি অভ্যাস করে। গবর্ণমেণ্ট যাহাই বিবেচনা করুন, মানব প্রকৃতি কঠোর শাসন দ্বারা বিপর্য্যস্ত ভিন্ন কখনও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না। নাবালকগণ কঠোর শাসনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে; ২১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আশ্রমে থাকিতে হইলে আরো ভোগ করিবে। ইহাতে লাভ কি? লাভের মধ্যে আমরা এই দেখিতে পাই যে, তাহারা ২১ বৎসর পরে হত বুদ্ধি, ভগ্নোৎসাহ ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া পড়িবে।

এক্ষণ নাবালকগণের ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনে কি নিয়মে প্রত্যেক নাবালকের ব্যয়ের হিসাব হয়, তাহা কেহই জানিতে পায় না। যাহার লক্ষ টাকা আয় তাহার যে খরচ বহন করিতে হয়, ৫০ হাজার টাকা আয়শালী নাবালককে কোন কোন দৃষ্টান্তে তদতিরিক্ত ও দিতে হয়। পক্ষান্তরে, নাবালকগণকে যাদৃশ অবস্থায় রাখা হয়, তাহাতে ব্যায়ের পরিমাণ নিতান্ত অসামঞ্জস্য বলিয়া বোধ হয়। এক জন চাকর ও এক জন পাচক ভিন্ন কোন নাবালকের সঙ্গে দ্বিতীয় মনুষ্য থাকে না। ইহারা বাটি হইতে আসিবার সময় দ্বীপান্তরে গমনোদ্যত দোষীর ন্যায় আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া যায়। তাহাতেও ইহাদিগের অর্থ সাশ্রয় নাই। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, কমিশনার, কালেকটর অথবা ম্যানেজারগণ, নাবলকদিগের ভরণ পোষণ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ের হিসাব দেখিতে পান না।' তাঁহারা সদর খাজনার ন্যায় "কিস্তবকিস্তি তলব সুরাত" ব্যয়ের টাকা ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া দেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, নাবালকগণের ব্যয়ের হিসাব ম্যানেজারগণ কিজন্য দেখিতে পান না?

ক্যাম্বেল সাহেবের নিয়ম আরো চমৎকার। তিনি আইন করিয়া গিয়াছেন যে, নাবালকদিগকে নগত টাকা দেওয়া হইবে না, অথচ সাধ্যানুসারে তাহাদিগের ভুমি সম্পত্তিও বৃদ্ধিকরা হইবে না। কেবল রাস্তা, খাল ও পুষ্করিণীর মধ্যে এই হত ভাগ্যদিগের অর্থ নিঃক্ষিপ্ত হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন যে, নাবলকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অধিক টাকা হস্তে পাইলে দুরন্ত হইয়া পড়িবে; তজ্জন্য যে কোন গতিকে তাহাদিগের টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহার টাকা সে যদি জলে ফেলিয়া দেয়, তাহাতে অপরের কি? আর অধিক টাকা হস্তে পাইলেই যে লোকে দুরন্ত হয়, ক্যাম্বেল মহোদয় এ সিদ্ধান্তটি কোথায় পাইলেন? ঈদৃশ ধন বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিতকে ইংলণ্ডের ধন বিভাগের কর্ত্তা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি বর্ত্তমান লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় এই সকল অন্যায় নিয়ম তিরোহিত করিয়া আশ্রিত নাবালকগণকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীকাঃ—

রায়গ্রাম সংক্রান্তি মেলা।

সম্পাদক মহাশয়! এই মেলার পূর্ব্ব বৎসরের বিবরণ আপনাকে জানাইয়াছিলাম। এবারের মেলা ৩০শে চৈত্র হইতে ৬ই বৈশাখ পর্য্যন্ত স্থিত ছিল। ইহার আনন্দ জনক বিবরণ আপনাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা পত্রস্থ করিলে বাধিত হইব।

মেলার সাত দিন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যে সকল

জিনিষ পত্রের খরিদ বিক্রয় এবং যে সমুদয় আমোদ জনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করিয়া তৎপরে অন্যান্য বিষয় লিখিতেছি।

মেলায় নানা স্থান হইতে নানাবিধ দোকান আসিয়াছিল এবং জিনিষ পত্রও বিস্তর বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু মেলার প্রথম তিন দিবস বৃষ্টি হওয়াতে সকল দোকানে আশানুরূপ বিক্রয় হয় নাই। দোকানদারগণের নিকট হইতে কোন রূপ কর বা তোলা লওয়া হয় নাই, বরং তাহাদিগকে ছাপরা বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমোদজনক ব্যাপারের মধ্যে যাত্রা, রামায়ণ, কবি, গাজির গীত, জারি বা বয়াত, বিলাতী ছায়া বাজী বা ফ্যান্‌টাস্‌ মেগোরিয়া, নাগারচীর বাজনা, ইংরাজি বাজনা (দেশীয় দল কৃত), ছবির নাচ, এবং মাটীর সং ও বহুরূপীর সং হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন যে সকল উপকারজনক বিষয় দেখিলাম ও শুনিলাম নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

১। লাঠি, তরবারি ও মাটীয়াম খেলা এবং স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যায়াম। ২। ঘোড় দৌড়। ৩। শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শন। ৪। বস্ত্র বয়ন যন্ত্র বা কাপড় বোনা কল। ৫। ইলেক্‌ট্রিক্‌ টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্ত-বহ যন্ত্র। ৬। বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত। ৭। পারিতোষিক বিতরণ। ৮। শান্তিরক্ষা।

১ম। লাঠী, তরবারি ও মাটীয়াম খেলা এবং স্কুলের বালকদিগের ব্যায়াম।

লাঠি, তরবারি ও মাটীয়াম খেলা এবং স্কুলের বালকদিগের ব্যায়াম। লাঠি, তরবারিও মাটীয়াম খেলায় হিন্দু মুসলমান বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছিল। মেলার ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিবসে খেলার স্থলে নড়াইলের ডেঃ মেঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু তারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা চরণ ঘোষ এবং সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ সেন মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। যত লোকে খেলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১২ জন বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করায় তাহাদিগকে মেলার ৬ষ্ঠ দিবসে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। ব্যায়ামের জন্য যে কয়েকটী ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে দুইটী বালক এরূপ ব্যায়াম করিয়াছিল যে দর্শক মণ্ডলী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকেও পারিতোষিক দেওয়া হয়।

২ ঘোড় দৌড়।

মেলার কয়েক দিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঘোড় দৌড় হইয়াছিল। সকল ঘোড়াই এ দেশজাত, তাহাদের মধ্যে একটীও অন্য রূপ নহে। ঘোড়াওয়ালারা প্রায়ই অশিক্ষিত লোক সুতরাং তাহাদের মধ্যে নিয়ম রক্ষা করা ভারি কঠিন হইয়াছিল। সাত দিনে প্রায় ৫০।৬০ টী ঘোড়ার দৌড় হয়, অনেক সময়ে দাঙ্গা হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু অধ্যক্ষগণের যত্ন ও সাবধানতায় তাহা হইতে পারে নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে এরূপ ঘোড় দৌড় যথানিয়মে হইলে ইহা হইতে অনেক সুফল উৎপন্ন হইবে।

৩ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শন।

স্ত্রীলোকদিগের তৈয়ারি অনেক কারপেট ও সুতার কর্ম্ম এবং কর্ম্মকারদিগের লৌহ নির্ম্মিত কয়েক খানা ছোরা, ছুরি ও জাঁতি এবং একটী রূপার গাছ প্রদর্শিত হইয়াছিল। সমুদায়কেই নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। শিল্প দ্রব্য গুলির মধ্যে এমন দুই তিন খানি ঢাকাই অনুরূপ সাড়ি প্রদর্শিত হইয়াছিল যে প্রকৃত ঢাকাই তাহাদের নিকটে রাখিলে কোন্‌ খানি ঢাকাই ও কোন খানি নকল তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। যাহা হউক এরূপ শিল্পের উপকারিতা অতি অল্প। কবে ভাল ভাল লৌহ সামগ্রী কারপেটাদির ন্যায় অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হইবে?

৪ কাপড় বোনা কল।

রায়গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ মহাশয় এই কল প্রদর্শন করান। এই কলের বিবরণ লিখিতে গেলে প্রস্তাবটী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। অথচ তাহাতেও হয়ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তাহার স্থূল বিবরণ এই যে, তাহা দ্বারা প্রত্যেক মিনিটে দেড় অঙ্গুলি পরিমাণে কাপড় বোনা হয়। এই হিসাবে ধরিলে এক জন লোকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া অন্যূন ৪৬ হাত কাপড় প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে পারে। বাস্তবিক ইহা দ্বারা সীতানাথ বাবুর বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই কলটী যে বঙ্গদেশের উন্নতির একটী সোপান হইয়া দাঁড়াইল তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই সহজে অনুভব করিতে পারেন। বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে ইহা কোন বিলাতী কাপড়ের কলের অনুকরণে প্রস্তুত হয় নাই। শুনিলাম সীতানাথ বাবু এই কলটী পেটেণ্ট লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কলটী প্রদর্শন করার জন্য তিনি কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

৫ ইলেক্‌ট্রিক্‌ টেলিগ্রাফ।

এইটী বড় আশ্চর্য্য জনক হইয়াছিল। তারে কিরূপে সম্বাদ দেওয়া ও পাওয়া যাইতে পারে তাহা এদেশের ভদ্রাভদ্র লোকদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য সীতানাথ বাবু এই টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন। আন্দাজ ৩০০ শত হস্ত ব্যবধানে তারের দুইটী ষ্টেশন ঘর প্রস্তুত হয়। মেলার কয়েক দিনই ঐ দুই ষ্টেশন হইতে তারে সম্বাদ সকল যাতায়াত করিয়াছিল। বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে এতৎসম্বন্ধীয় গ্যালভানিক ব্যাটারি অর্থাৎ তড়িৎযন্ত্র, সম্বাদ আদান প্রদানের যন্ত্র এবং তার ইত্যাদি সমুদায়ই তিনি নিজে পরিশ্রম করিয়া গ্রাম্য জিনিষ ও গ্রাম্য কারিকর দ্বারা তৈয়ার করাইয়াছেন। ইহাতে সহরের কোন জিনিষ বা কারিকরের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। শুনিলাম টেলিগ্রাফ বাক্সটীর মধ্যে দুই একটী নূতন কৌশলও করা হইয়াছে তাহা লিখিতে গেলে পত্র খানি বড় হইয়া পড়ে। এই তারে নূতন সংকেত দ্বারা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সম্বাদ দেওয়া ও লওয়া হইয়াছিল। দর্শক মণ্ডলী ইহা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং সীতানাথ বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। অন্যান্য আমোদ অপেক্ষা এই রূপ বৈজ্ঞানিক আমোদই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বোধ হয় এ প্রদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন। যে কয়েকটী ভদ্রলোক উক্ত দুই টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে থাকিয়া সর্ব্বদা সম্বাদ সকল আদান প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও নিয়মানুরাগ দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ক্ষণে (মেলার পর) সীতানাথ বাবু গ্রামস্থ স্ত্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধদিগকে তারের খবরের রহস্য বুঝাইয়া দিবার জন্য দুইটী গৃহস্থের বাটীতে দুইটী ষ্টেশন করাইয়া কার্য্য চালাইতেছেন।

৬ বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত।

মেলার কয়েক দিনেই প্রত্যহ বৈকালে এক একটী সভা হয় এবং তাহাতে ভদ্রাভদ্র বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থলে একটী সুসজ্জিত বেদি প্রস্তুত হইয়াছিল। বক্তাগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নড়াইলের মৌলবী আবদুল খালেক্‌ বি, এ, পঞ্চায়েত সম্বন্ধে, নড়াইলের ডেঃ ইন্‌সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল দত্ত বি, এ, মাদক দ্রব্য সেবনের অবৈধতা সম্বন্ধে, নড়াইলের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয় ও তত্রত্য বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, এবং শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ মহাশয় জীবিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা গুলি সাধারণের প্রীতি ও উপকারজনক হইয়াছিল। প্রত্যেক বক্তৃতাবসানের পর, 'মিলে সবে ভারত সন্তান,' 'দিনের দিন সবে দীন' ইত্যাদি কতিপয় জাতীয় সঙ্গীত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুতানে গায়িত হইত।

৭ পারিতোষিক বিতরণ।

মেলার ষষ্ঠ দিবসে পারিতোষিক বিতরণের সভা হয়। ছোট বড় ৪০টী রৌপ্য মেড্যালের সহিত ৪০ খানি সার্টিফিকিট বিতরিত হয়। ইহার মধ্যে লাঠি ও তরবারি খেলায় ১২ জন, মাটীয়াম খেলায় ৩ জন, স্কুলের বালকের ব্যায়ামে ২ জন, ঘোড় দৌড়ে ৫ জন এবং শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শনে ১৮ জন মোট ৪০ জনে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। সেই সময় অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক ব্যতীত নড়াইল মহকুমার পূর্ব্বোক্ত বিচারপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। সীতানাথ বাবু গত বৎসরের পুরস্কার বিতরণের বিষয়ও এবারের পুরস্কার বিতরণের বিষয় গুলি উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তদ্দ্বারা, বোধ হয়, ভদ্রাভদ্র অনেকেরই অনেক বিষয়ে প্রীতি ও চৈতন্য উদিত হইয়াছিল। বক্তৃতাবসানের পর নড়াইলের ডেঃ মেঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মেড্যাল ও সার্টিফিকিট গুলি বিতরণ করেন।

পারিতোষিক বিতরণ জন্য খুলনিয়ার নিকটস্থ বেলপুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ সিংহ মহাশয় ৫।৭ টাকা, লক্ষ্মীপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২ টাকা, নড়াইলের শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল দত্ত উকিল মহাশয় ২ টাকা, নড়াইলের স্মল কজ কোর্টের আমিন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ১ টাকা, ফেদী নিবাসী শ্রীযুক্ত ছাবের সেখ ৭ টাকা এবং নওয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হোসেন আলিমির ২ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই রূপ অযাচিত দান গুলির নিমিত্ত দাতৃগণ মেলার অধ্যক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তির যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৮ শান্তি রক্ষা।

শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে মেলার ৭ দিনের মধ্যে একটী জুতাওয়ালার কিছু টাকা চুরি ভিন্ন কি বাজার কি গ্রাম কুত্রাপি একটী চুরি বা একটী দাঙ্গা হয় নাই। অধ্যক্ষগণের যত্ন ও সাবধানতা এ সম্বন্ধে বিশেষ ধন্যবাদ যোগ্য। যে সকল গৃহস্থ স্ত্রীলোক মেলা দর্শন করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহাদিগের বিশেষ তদ্বিরে বাজারের অনতিদূরে অবস্থান করিবার জন্য একটী বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের উপর কোন বদমায়েস লোক কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারে নাই। তাহারা প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! এ উপলক্ষে আর দুই একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই মেলায় যেরূপ সমুদায় সদনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই রূপ ইহাতে আবার কোন অসদনুষ্ঠান না হইতে পারে তজ্জন্য অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই মেলায় বেশ্যাদিগকে ও আবকারির দোকানদারদিগকে আসিয়া ব্যবসায় করিতে দেন নাই। এবং শুনিলাম যাহাতে এই-উভয় বিধ পাপ মেলায় প্রবেশ না করিতে পারে তাহার বিশেষ যত্ন করাই তাঁহাদের সংকল্প।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ও পীড়া প্রভৃতি অনেক উৎপাত উপস্থিত হইয়া লোকের অনিষ্ট করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া এবং এবারে তাহা কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইয়া মেলার অধ্যক্ষগণ বিশেষ রূপে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, এই মেলা আগামীতে ফালগুণ মাসে হইবে।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে এই মেলার অধ্যক্ষগণের সদিচ্ছা সকল পূর্ণ হউক এবং যুশোহর জেলার অন্তর্গত অন্যান্য মেলার অধ্যক্ষগণ ইঁহাদিগকে অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের মেলা গুলির কুৎসিতাবস্থার পরিবর্ত্তন করুন।

শ্রী :—

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।